# প্রশ্নোত্তরে ইসলামী আকীদাহ

আ. ন. ম. রশীদ আহমাদ

প্রশ্নোত্তরে ইসলামী আকীদাহ
আ. ন. ম. রশীদ আহ্মাদ

লেখক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ ঃ
জুলকি'দাহ্ - ১৪২২ হিজরী
ফেব্রুয়ারী - ২০০২ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
জুমাদাল আখিরাহ্ - ১৪২৫ হিজরী
আগস্ট - ২০০৪ ঈসায়ী

**চতুর্থ প্রকাশ**
ফেব্রুয়ারী ২০০৮
মহররম ১৪২৯



কম্পোজ ঃ
**এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স**
চাষীকল্যাণ ভবন (৩য় তলা)
৪৩৫/এ-২ বড় মগবাজার (ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৯৩৪২২৪৯, ০১৭৬২০৮২১০

মুদ্রণে
**সালমান অফসেট প্রেস**
১২৬, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১৯১০২৩, ০১৮১৭৫০৯৬০৩

# প্রশ্নোত্তরে ইসলামী আকীদাহ

আ. ন. ম. রশীদ আহ্মাদ

# প্রশ্নোত্তরে ইসলামী আকীদাহ

আ. ন. ম. রশীদ আহ্মাদ

লেখক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ ঃ
জুলকি'দাহ্ - ১৪২২ হিজরী
ফেব্রুয়ারী - ২০০২ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
জুমাদাল আখিরাহ্ - ১৪২৫ হিজরী
আগস্ট - ২০০৪ ঈসায়ী

চতুর্থ প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০০৮
মহররম ১৪২৯



কম্পোজ ঃ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
চাষীকল্যাণ ভবন (৩য় তলা)
৪৩৫/এ-২ বড় মগবাজার (ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৯৩৪২২৪৯, ০১৭৬২০৮২১০

মুদ্রণে
সালমান অফসেট প্রেস
১২৬, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১৯১০২৩, ০১৮১৭৫০৯৬০৩

# লেখক পরিচিতি

আ. ন. ম. রশীদ আহ্‌মাদ
এম, এম, (১ম শ্রেণীতে ১ম) ঢাকা
এম, এ, (১ম শ্রেণীতে ১ম) এম. ফিল. ঢাকা
লিসান্স (ডিস্টিংকশন) মদীনা, সউদী আরব
নির্বাহী প্রেসিডেন্ট
সাউদী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, বাংলাদেশ
সদস্য সচিব
শরীয়াহ্‌ বোর্ড, সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ
আলোচক
ইসলামী প্রোগ্রাম এ টি এন বাংলা ও এন টি ভি
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

# লেখকের অন্যান্য বই

- তাওহীদ ও শির্‌ক
- রাহ্‌মানের বান্দাদের গুণাবলী
- কুরআন-সুন্নাহর দর্পণে
- আল কুরআনের রশ্মি
- মুমিনের নামায (প্রকাশের পথে)
- আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের আবশ্যকতা (অনুবাদ)
  মূল ঃ শাইখ আবদুল আযীয বিন বায (রহঃ)

# সূচিপত্র

# লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্ব জাহানের রব। তিনি ছাড়া আর কোন 'রব' ও 'ইলাহ' নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি ও তাঁর কাছেই সাহয্য চাই।

সালাত ও সালাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের উপর, যিনি রেসালাতের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন এবং উম্মতকে এমন একটি পরিচ্ছন্ন আদর্শের উপর রেখে গিয়েছেন, যা রাত দিনের মতই সুস্পষ্ট। এ আদর্শ থেকে শুধুমাত্র তারই বিচ্যুতি ঘটে যে ধবংস হতে চায়।

ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জন্য আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

"اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا."

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণতা দিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' (৩ঃ মায়েদা)

ইসলাম নিছক কিছু বিশ্বাস বা অনুষ্ঠানের নাম নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার নাম। আকীদা -বিশ্বাস ও ইবাদত, নৈতিকতা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনের বিধান, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিধি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও যুদ্ধ-সন্ধির নীতিমালা, জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট বিধান ও তাতে সীমালঙ্ঘন করলে প্রয়োজনীয় শাস্তির বিধান-এসব মিলিয়ে ইসলাম।

ইসলামের মূল ভিত্তি আকীদা। আকীদার সম্পর্ক বিশ্বাসের সাথে। আকীদা সহী ও সঠিক হলে ইবাদত ও আমল সঠিক হবে। আকীদা নিখুঁত ও খাঁটি না হলে ইবাদত ও আমল সঠিক হবে না। তাই সকল নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল আকীদা। প্রত্যেক নবী-রাসূল নিজ নিজ জাতিকে সর্বপ্রথম খাঁটি ও নির্ভেজাল আকীদার দিকে দাওয়াত দিয়েছেন।

আমাদের রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তেইশ বছর মেয়াদী রিসালাতের জীবনের মক্কী অধ্যায়ের তের বছর শুধু আকীদার বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকেই দাওয়াত দিয়েছিলেন। যেহেতু ইবাদত ও আমলে আকীদা- বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে, তাই আকীদা বিশুদ্ধ হলে ইবাদত ও আমলও বিশুদ্ধ হবে। আকীদায় বিকৃতি ঘটলে ইবাদত ও আমলে অবশ্যই তার প্রতিফলন ঘটবে। এর বাস্তবতা আমরা আমাদের চারপাশে প্রত্যক্ষ করছি।

যেহেতু ইবাদত, আমল, আখলাক, মুআমালাতের মূল সম্পর্ক আকীদার সাথে, তাই আকীদা সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানের কুরআন ও সহী সুন্নাহর ভিত্তিতে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। অন্যসকল ধরনের ইলম ও জ্ঞান অর্জনের আগে আকীদা সম্পর্কিত ইলম ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

আল্লাহ পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেকে উদ্দশ্য করে এরশাদ করেন ঃ

"فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ"

'তুমি জানো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।' (১৯ ঃ মুহাম্মদ)

'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই' - এটি আকীদার মূল বিষয়। এ বিষয়টি জানার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। যে রাসূলের মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তাঁকে আকীদার ইলম অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, অন্য যে কোন বিষয়ের ইলম ও জ্ঞান অর্জনের আগে আকীদা সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে ইলম অর্জন করতে হবে। এটি ঈমানের দাবী। ইসলামী আকীদার একজন ছাত্র হিসেবে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজের যোগ্যতার ঘাটতি জেনেও, এ বিষয়ে কিছু লেখার তাকীদ অনুভব করছিলাম অনেক আগ থেকে। এ তাকীদের ভিত্তিতেই 'প্রশ্নোত্তরে ইসলামী আকীদা' বইটি লেখা হলো। সকল পর্যায়ের পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার্থে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক আকীদার বিষয়গুলো এ বইতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আশা করি বইটি পড়লে আকীদা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন করা যাবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সকলকে আকীদা সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ইলম ও জ্ঞান অর্জনের তাওফীক দিন।

# ইসলামী আকীদার পরিচয়

## ১ প্রশ্ন ঃ আকীদা কী?

**উত্তর ঃ** আকীদা (عَقِيْدَةٌ) একটি আরবী শব্দ। আরবী হলেও সকল ভাষাভাষী মুসলমানের কাছে শব্দটি ব্যাপকভাবে পরিচিত।

'আকীদা' শব্দটির মূল হচ্ছে 'আক্‌দ' (عَقْدٌ), এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দড়ি, চুল জাতীয় জিনিসে গিট দেয়া, ব্যবসা, চুক্তি, শপথ ইত্যাদিকে দৃঢ় করা, নির্মাণকে মজবুত করা, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি। (আল রায়েদ খঃ ২ পৃ ঃ ১০৩৮)

ইংরেজিতে এর অর্থ করা হয়েছে Knitting, Knotting, Tying, Joining, Junction, Contract, Agreement, Document (A Dictionary of Modern Written Arabic P : 628)

মূল শব্দ 'আকদ' এর অর্থ থেকে বুঝা যায় আকীদা হচ্ছে দৃঢ় ও মজবুত বিশ্বাস। প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি। তবে যে কোন বিশ্বাস ও চুক্তিকেই আকীদা বলা হয় না। নির্দিষ্ট কোন ধর্ম, মতবাদ, আদর্শকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকেই 'আকীদা' বলা হয়। এ আকীদার সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর আকীদার প্রতিফলন ঘটে কর্মের মাধ্যমে।

## ২ প্রশ্ন ঃ ইসলামী আকীদা কী?

**উত্তর ঃ** ইসলামী আকীদা হচ্ছে, ইসলামকে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন হিসেবে মেনে নিয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয় গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন আল্লাহকে এক ও একক 'রব' হিসেবে বিশ্বাস করা, তাঁর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বকে বিশ্বাস করা। আল্লাহ মানুষের হেদায়েতের জন্য নবী রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন, ফেরেশতারা আল্লাহর আজ্ঞাবহ হয়ে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, আখেরাত হবে, পৃথিবীতে মানুষ যা করেছে তার হিসাব নেয়া হবে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে ভাল কাজ করেছে তাদেরকে জান্নাতে এবং যারা অপরাধ করেছে তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হবে- এসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা ইসলামী আকীদার দাবী।

## ৩ প্রশ্ন ঃ ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি কী?

**উত্তর ঃ** ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি দু'টি, ১. ঈমান বিল্লাহ্-আল্লাহর প্রতি ঈমান ২. কুফ্‌র বিত্‌তাগুত-তাগুতকে অস্বীকার করা।

১. ঈমান বিল্লাহ-মানে আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা ও মানা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানা। আল্লাহকেই শুধু আইন এ শাসনের উৎস হিসেবে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

"اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ أَمَـرَ اَلاَّ تَعْبُدُوا اِلاَّ اِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ."

'আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান (দেয়ার ক্ষমতা) নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। এটাই সুদৃঢ় দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' (৪০ ঃ ইউসুফ)

২. কুফ্‌র বিত্‌তাগূত অর্থ তাগূতকে অস্বীকার করা। আল্লাহ ছাড়া আর যাকেই মানা হয় সেই তাগূত।

তাওহীদের দাবী হচ্ছে সকল প্রকার তাগূতকে অস্বীকার করতে হবে। তাগুতকে অস্বীকার না করলে আল্লাহর প্রতি ঈমান নির্ভেজাল ও সুদৃঢ় হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

"فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَانْفِصَامَ لَهَا."

'যে তাগূত (আল্লাহ বিরোধী সব কিছুকে) অস্বীকার ও অমান্য করে আর আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন এক সুদৃঢ় ও মজবুত অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে, যা ভাংগবার নয়।' (২৫১ ঃ বাকারা)

উল্লিখিত দু'টি বিষয় হচ্ছে ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি।

## ৪. প্রশ্ন ঃ তাগূত কী?

**উত্তর ঃ** "طاغوت" (তাগূত) শব্দটি কুরআনে মোট আট বার এসেছে। তাগূত-এর শাব্দিক অর্থ সীমা লঙ্ঘনকারী অবাধ্য। কুরআন মজীদে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে একটি পরিভাষা হিসেবে। আল্লাহ ছাড়া আর যাকেই মানা

হয় সেই তাগূত। এ অর্থে আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা আল্লাহর মর্যাদায় বা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বহির্ভূত নিয়মে বস্তু, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, সমাজে প্রচলিত রসম রিওয়াজ যা কিছুই মানা হয় তাই তাগূত। আল্লামা শওকানী ফাতহুল কাদীরে হযরত মালেক বিন আনাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ

الطاغوت مايعبد من دون الله (فتح القدير للشوكانى)

আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছুর ইবাদত করা হয় তাই তাগূত।

ড. মুহাম্মদ তকীউদ্দীন হিলালী ও ড. মুহাম্মদ মুহসিন খান কর্তৃক অনুদিত কুরআন মজীদের ইংরেজী অনুবাদের সূরা বাকারার ২৫৬নং আয়াতে উল্লিখিত "طاغوت" (তাগূত) শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–

The word 'Tagut' covers a wide range of meanings : it means anything worshipped other than Allah. i.e. all the false duties. It may be saitan, devil's, idols, stones, sun, stars, angels, human beings, e.g. Messengers of Allah, who were falsely worshipped and taken as 'Taguts'. Likewise saints, graves, rulers, leaders, etc, are falsely worshipped and wrongly followed. Some times 'Tagut' means a false judge who gives as false judgement. (The Noble Quran English Traslation, P. 58)

## ৫. প্রশ্ন ঃ 'কুফ্‌র বিত্‌তাগূত'– তাগূতকে অস্বীকার করার তাৎপর্য কী?

উত্তর ঃ 'তাগূত' কে অস্বীকার ও অমান্য করা ঈমান বিল্লাহ– মানে আল্লাহর প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবী। তাগূতকে অস্বীকার ও বর্জন না করলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী হবে অর্থহীন। তাই কুফ্‌র বিত্‌তাগূত– তাগূতকে অস্বীকার করা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

তাগূতকে অস্বীকার করার দাবী চারটি–

১. এ আকীদা পোষণ করা যে তাগূতের ইবাদত বাতিল ও অন্যায়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

"ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ."

'এটি এ কারণে যে, আল্লাহই হক ও সত্য। তার পরিবর্তে তারা আর যাদেরকে ডাকে তারা বাতিল ও অসত্য। এবং আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান।' (৬২ ঃ হজ্জ)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকার অর্থ তার ইবাদত করা। কুরআন মজীদের অনেক আয়াতে 'ইবাদতের' অর্থে 'ডাকা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

২. তাগূতকে বর্জন করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

"وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ."

'আমি সকল জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি। তারা সবাই নিজ নিজ জাতিকে এ বলে আহ্বান জানিয়েছে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর।' (৩৬ ঃ নাহ্‌ল)

'তাগূতকে বর্জন কর' বলতে সকল ধরনের তাগূতকে বর্জন করা বুঝানো হয়েছে। তাগূতের ইবাদত বর্জন করতে হবে। তাগূতকে মানা বর্জন করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান অনুযায়ী যারা শাসন পরিচালনা করে ও বিচার ফয়সালা করে তাদেরকে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলের বিপরীত আইন, শাসন ও বিধানকে বর্জন করতে হবে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

"اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَاأُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَاأُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَكْفُرُوْا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيْدًا."

'তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা

ঈমান এনেছে। তারা শাসন ও বিচারের জন্য তাগূতের কাছে যেতে চায়। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন তাকে (তাগূতকে) অস্বীকার করে, শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে পথভ্রষ্টতার চরম পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়।' (৬০ ঃ নিসা)

শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ (রহঃ) 'তাইসীরুল আযীযিল হামীদ' গ্রন্থে এ আয়াত উল্লেখ করে বলেন ঃ

ان اللّه تبارك وتعالى أنكر على من يدعى الإيمان بماأنزل اللّه على رسوله وعلى الأنبياء قبله وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب اللّه وسنة رسوله...

وهو دليل على التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له فلايصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن باللّه...

وفى الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذى هو ماسوى الكتاب والسنة من الفرائض وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولامسلم. (تيسير العزيز الحميد)

যে বিরোধপূর্ণ বিষয়ের বিচার-ফায়সালায় আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কারো বিধান চায় অথচ সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের উপর যা নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমানের দাবী করে, আল্লাহ তার ঈমানের এ দাবী প্রত্যাখ্যান করেন।

এ আয়াতের বক্তব্য এ বিষয় প্রমাণ করে যে, 'তাগূতের' কাছে বিধান ও ফায়সালা চাওয়া ঈমানের বিপরীত ও বিরোধী। তাগূতকে অস্বীকার ও তার কাছ থেকে বিধান ও ফায়সালা গ্রহণ বর্জন না করলে ঈমান বিশুদ্ধ হবে

না। যে তাগূতকে অস্বীকার করেনি সে মূলতঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি।

এ আয়াত এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দলীল যে, তাগূত মানে কিতাব-সুন্নাহ ছাড়া অন্য সকল বিধান বর্জন ফরজ মানে অত্যাবশ্যকীয়। আর যে ব্যক্তি তাগূতের কাছে বিধান চায় সে মুমিন নয়, মুসলমানও নয়। (তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, পৃঃ ৫৫৫-৫৫৭)

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, কুফর বিত্‌তাগূত-তাগূতকে অস্বীকার করা মানে তাগূতকে সকল দিক থেকে প্রত্যাখ্যান করা। আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধান ছাড়া আর কারো বিধান মানা যাবে না। কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছুকে আইন ও বিধানের উৎস মানা যাবে না। আল্লাহ ও রাসূল ছাড়া অন্য যার বিধান ও ফায়সালাই মানা হবে সে হচ্ছে তাগূত, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন ঃ

ولهذا سُمِّيَ من تُحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوتًا. (مجموع الفتاوى لابن تيمية رح)

এজন্যই আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য যে কোন শাসক বা বিচারকের কাছে শাসন বা বিচার চাওয়া হবে তাকেই তাগূত বলা হয়েছে। (মাজমুউল ফাতওয়া খঃ ২৮, পৃঃ ২০১)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন ঃ

فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. (إعلام الموقعين لابن القيم رح)

প্রত্যেক জাতির 'তাগূত' সে, আল্লাহ ও রাসূলকে বাদ দিয়ে যার কাছে লোকেরা শাসন ও বিচার চায়। (ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন খঃ ১, পৃঃ ৪০)

৩. তাগূতের সাথে দুশমনি ও শত্রুতা পোষণ করতে হবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার জাতির লোকদেরকে যা বলে ছিলেন আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে তার উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

"قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَاكُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ. أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُوْنَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِىْ إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ."

'(ইবরাহীম) বলল, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের ইবাদত করে আসছ, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা? বিশ্বজাহানের 'রব' ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু।' (৭৫-৭৭ ঃ শূয়ারা)

৪. তাগূতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

"قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ."

'নিশ্চয় তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ, চিরকালের জন্য, যতক্ষণ না তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।' (৪ ঃ মুমতাহানা)

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, কুফর বিত্‌তাগূত– তাগূতকে অস্বীকার করার অর্থ হলো তাগূতের ইবাদত বাতিল ও অন্যায় বলে বিশ্বাস করা, তাগূতকে বর্জন করা, তাগূতের সাথে দুশমনি ও শত্রুতা প্রকাশ করা এবং তাগূতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

## ৬. প্রশ্ন ঃ ইসলামী আকীদার উৎস কি?

**উত্তর ঃ** ইসলামী আকীদার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও সহী সুন্নাহ। আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ শুধুমাত্র কুরআন ও সহী সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কুরআন ও সহী সুন্নাহ দ্বারা যে সব বিষয় প্রমাণিত সেগুলো বিশ্বাস করতে হবে। যে সব বিশ্বাসের পক্ষে কুরআন ও সহী সুন্নাহর সমর্থন

নেই তা আকীদার বিষয় হতে পারে না। আকীদা ও ইবাদতে ইজতেহাদের সুযোগ নেই।

আকীদা ও ইবাদতের সকল বিষয়ই তাওকীফী-মানে কুরআন ও সহী সুন্নাহ নির্ভর। দুর্বল হাদীস, ইজতেহাদ বা কারো মতের ভিত্তিতে কোন বিষয়কে আকীদার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

## ৭. প্রশ্ন ঃ আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ জানার উপায় কী?

**উত্তর ঃ** পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরে আমরা জানলাম যে, আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ জানার মূল উৎস কুরআন ও সহী সুন্নাহ, তাই আকীদার বিষয়সমূহ কুরআন ও সহী সুন্নাহ থেকে জানতে হবে। কুরআন ও সহী সুন্নাহর ভিত্তিতে আকীদার উপর রচিত বইপুস্তক থেকে আমরা আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ জানার জন্য সহায়তা নিতে পারি। কুরআন ও সহী সুন্নাহ নির্ভর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আকীদা গ্রন্থ হলো ঃ

১. আল ফিকহুল আকবার - ইমাম আবু হানীফা (রঃ)

২. আল আকীদা আত্‌তাহাবিয়াহ - ইমাম আবু জাফর আত্ তাহাবী (রঃ)

৩. কিতাবুত্‌তাওহীদ - ইমাম বুখারী (রঃ) (বুখারী শরীফের শেষ অধ্যায়)

৪. আল আকীদা আল ওয়াসেতিয়াহ - ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ)

৫. আস্ সাওয়ায়েক আল মুরসালাহ - ইমাম ইবনুল কাইয়োম (রঃ)

৬. কিতাবুত্‌তাওহীদ - শাইখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব (রঃ)

৭. আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা- শাইখ মুহাম্মাদ আলসালেহ আল ওসাইমীন (রঃ)

# ইসলাম

## ১. প্রশ্ন ঃ 'ইসলাম' কি?

**উত্তর ঃ** ইসলাম একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, কারো কাছে নিজকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পণ করা।

পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দ্বীনের নাম। যা আমাদের রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

## ২. প্রশ্ন ঃ অনেকে বলেন ইসলাম মানে শান্তি। এ কথা কি ঠিক?

**উত্তর ঃ** ইসলাম অর্থ শান্তি এ কথা কোন নির্ভরযোগ্য অভিধানে নেই। سَلْم (সাল্‌ম) ও سَلَام (সালাম) অর্থ শান্তি। অনেক মুসলমান অজ্ঞতার ভিত্তিতে ইসলাম মানে শান্তি বলে। অনেকে আবার ইসলামের 'জিহাদ' ও বাতিলের সাথে ইসলামের অনিবার্য দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে এড়ানোর জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামের অর্থ শান্তি করে থাকে। অথচ 'হানসভে'র নামে একজন খ্রিষ্টান তার বিখ্যাত আরবী-ইংরেজী অভিধানে اسلام। (ইসলামের) অর্থ করেছে ঃ Submission, resignation to the will of God.

আল্লাহর ইচ্ছার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা ও সমর্পণ করা। (A Dictionary of Modern Writteen Arabic). তবে এ কথা ঠিক যে ইসলাম মানলে অবশ্যই শান্তি আসবে। দুনিয়াতে সুখ ও শান্তি লাভ করা যাবে। আর আখেরাতেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ করা যাবে।

## ৩. প্রশ্ন ঃ ইসলাম যে আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন তার প্রমাণ কী?

**উত্তর ঃ** ইসলাম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন। ইসলাম ছাড়া আর কোন দ্বীন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এর প্রমাণ হলো আল্লাহ পাক তাঁর কিতাব কুরআন মজীদে এরশাদ করেছেন ঃ

"اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الاِسْلَامُ".

'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।' (১৯ ঃ আলে ইমরান)

"وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ".

'কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।' (৮৫ ঃ আলে ইমরান)

## ৪. প্রশ্ন ঃ ইসলাম যে পরিপূর্ণ দ্বীন তার প্রমাণ কী?

**উত্তর ঃ** ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে এরশাদ করেন ঃ

"اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلَامَ دِيْنًا".

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণতা দিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।' (৩ ঃ মায়েদা)

## ৫. প্রশ্ন ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যে দ্বীন এসেছে শুধু কি তার নামই ইসলাম?

উত্তর ঃ না। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দ্বীন। সকল নবী রাসূলগণের দ্বীন একটিই ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"والأنبياء إخوة ... ودينهم واحد"

'নবীরা ভাই ভাই ... আর তাঁদের সকলের দ্বীন এক।' (বুখারী ও মুসলিম)

সকল নবী-রাসূলগণের এ দ্বীনের নাম হলো ইসলাম। তবে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের মাধ্যমে।

## ৬. প্রশ্ন ঃ ইসলামের ভিত্তি কয়টি ও কী কী?

**উত্তর ঃ** ইসলামের ভিত্তি ৫টি।

১. এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

২. সালাত কায়েম করা।

৩. যাকাত আদায় করা।

৪. আল্লাহর ঘরের হজ্ব আদায় করা।

৫. রমযান মাসের রোযা রাখা।

## ৭. প্রশ্ন ঃ এ ৫টি যে ইসলামের ভিত্তি তার প্রমাণ কী?

**উত্তর ঃ** এর প্রমাণ হলো নিম্নোক্ত হাদীস

عن ابن عمر رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "بُنِيَ الاِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه وَاِقَامُ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ".

হযরত ইবনে ওমার (রা:) থেকে বর্ণিত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, (আল্লাহর) ঘরের হজ্ব আদায় করা এবং রমযান (মাসে) রোযা রাখা।' (বুখারী ও মুসলিম)

## ৮. প্রশ্ন ঃ ইসলামের মূল উৎস কি ?

**উত্তর ঃ** ইসলামের মূল উৎস দু'টি। কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

"تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّه وَسُنَّتِيْ."

'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা যতক্ষণ এগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব, আরেকটি হলো আমার সুন্নাহ।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

## ৯. প্রশ্ন ঃ আমাদের কাছে ইসলামের দাবী কী?

**উত্তর ঃ** আমাদের কাছে ইসলামের দাবি হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

"يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً".

'হে যারা ঈমান এনেছ পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর।' (২০৮ : বাকারা)

## ১০. প্রশ্ন ঃ ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশের অর্থ কী?

**উত্তর ঃ** ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশের অর্থ হচ্ছে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানতে হবে। আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান অনুসরণ করতে হবে। ইসলামের কিছু বিধান গ্রহণ আর কিছু বর্জন করা চলবে না। ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবেই মানতে হবে।

## ১১. প্রশ্ন ঃ ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানার ব্যাপারে একজন মুসলমানের মূল বক্তব্য কি হবে?

**উত্তর ঃ** এ ব্যাপারে একজন মুসলমানের মূলকথা হবে,

"اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ."

'নিশ্চয় আমার নামায, আমার ইবাদাতসমূহ এবং আমার জীবন ও আমার মৃত্যু ঐ আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজাহানের রব। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। এভাবেই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আত্মসমর্পণকারী ও আনুগত্যশীল।' (১৬২-১৬৩ ঃ আনআম)

একজন সত্যিকার মুসলমান সেই যার সকল ইবাদত ও তার জীবনের সকল কাজকর্ম হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। তার জীবন হবে আল্লাহর জন্য এবং তার মৃত্যুও হবে আল্লাহর জন্য। এক মুহূর্তের জন্যও সে

আল্লাহর আনুগত্যের বহির্ভূত হবে না। সে কখনো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আমৃত্যু সে শিরকমুক্ত থাকবে। আমৃত্যু সে ইসলামের উপর থাকবে। আর তার মৃত্যুও হবে ইসলামের উপর। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন:

"وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ".

'আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।' (১০২ ঃ আলে ইমরান)

## ১২. প্রশ্ন ঃ হাদীসের আলোকে প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য কী?

**উত্তর ঃ** একজন খাঁটি মুসলমান কাউকে কষ্ট দিবে না। না মুখ দিয়ে, না হাত দিয়ে। মুখ দিয়ে কষ্ট দেয়ার অর্থ হল সে কাউকে গালি দিবে না, তার গীবত করবে না, তার নিন্দা করবে না। তার মর্যাদা বিরোধী কোন কথা বলবে না। হাত দিয়ে কষ্ট না দেয়ার অর্থ কাউকে আঘাত করবে না। ক্ষমতার অপব্যবহার করে তার কোন ক্ষতি করবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

"اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ"

'প্রকৃত মুসলমান তো সেই যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।' (বুখারী ও মুসলিম)

# ঈমান

## ১. প্রশ্ন ঃ 'ঈমান' মানে কী?

উত্তর ঃ ঈমান (اِيْمَانٌ) অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা। এর মূল হচ্ছে اَمْنٌ. এর অর্থ প্রশান্তি, নিরাপত্তা। আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত ইত্যাদি কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে ঈমান বলে।

## ২. প্রশ্ন ঃ 'আম্ন' ও 'ঈমানের' মধ্যে সম্পর্ক কী?

উত্তর ঃ আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলে মনের মধ্যে প্রশান্তি আসে আর দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। তাই প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা ঈমানের মধ্যে। আর যথার্থ ঈমান আনলে শান্তি ও নিরাপত্তা পাওয়া যায়। এই হচ্ছে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক।

## ৩. প্রশ্ন ঃ ঈমানের সংজ্ঞা কী?

উত্তর ঃ ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ ঈমানের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন ঃ

اَلاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالأَرْكَانِ.

ঈমান হচ্ছে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, মুখের স্বীকৃতি ও অঙ্গপ্রতঙ্গের মাধ্যমে কাজ করা।

## ৪. প্রশ্ন ঃ ঈমানের আরকান (মৌলিক বিষয়সমূহ) কী কী?

উত্তর ঃ কুরআন মজীদে ঈমানের ৫টি আরকান বা ভিত্তি উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেগুলো হলো ঃ

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান, ২. ফিরেশতার উপর ঈমান, ৩. কিতাবের উপর ঈমান. ৪. রাসূলের প্রতি ঈমান. ৫. পরকালের উপর ঈমান। হাদীসে আরেকটির উল্লেখ এসেছে, তাহলো তাকদীরের উপর ঈমান। তাই কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ঈমানের আরকান ছয়টি।

## ৫. প্রশ্ন ঃ কুরআন মজীদের কোন্ আয়াতে ঈমানের ৫টি আরকানের উল্লেখ করা হয়েছে?

**উত্তর ঃ** কুরআন মজীদের দু'টি আয়াতে ঈমানের ৫টি আরকানের উল্লেখ করা হয়েছে।

"مَنْ امَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ."

'যে আল্লাহ, পরকাল, ফিরেশতা, কিতাব ও নবীগণের উপর ঈমান আনে।' (১৭৭ ঃ বাকারা)

"وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيْدًا.

'যে আল্লাহ্ ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও পরকালকে অবিশ্বাস করে সে মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।' (১৩৬ ঃ নিসা)

## ৬. প্রশ্ন ঃ তাকদীরের উপর ঈমান আনাও ঈমানের একটি ভিত্তি তা কোন হাদীসে এসেছে?

**উত্তর ঃ** একবার হযরত জিবরাঈল (আঃ) একজন বেদুঈনের আকৃতি ধারণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, আর রাসূল সে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। জিবরাঈল (আঃ) যখন ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

"أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ".

'(ঈমান হচ্ছে) তুমি আল্লাহ, ফেরেস্তাগণ, কিতাবসমুহ, রাসূলগণ ও পরকালের উপর ঈমান আনবে, আর ঈমান আনবে ভাগ্যের ভাল ও মন্দের উপর।' (বুখারী ও মুসলিম)

### ৭. প্রশ্ন ঃ কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানলাম যে, ঈমানের মূল ভিত্তি ছয়টি। এছাড়াও কি ঈমানের কোন শাখা প্রশাখা আছে?

**উত্তর ঃ** ঈমানের এসব মূল ভিত্তি ছাড়াও ঈমানের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

"اَلاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الاِيْمَانِ".

'ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা আছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে একথা বলা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আর সবচেয়ে ছোট হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।' (বুখারী ও মুসলিম)

### ৮. প্রশ্ন ঃ 'মুমিন' কাকে বলে?

**উত্তর ঃ** যে ঈমান আনে তাকে 'মুমিন' বলা হয়। কুরআন ও সহী সুন্নাতে উল্লিখিত ছয়টি রুকন (ভিত্তি) ও এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে মুমিন বলা হয়।

### ৯. প্রকৃত মুমিন কারা?

**উত্তর ঃ** কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে প্রকৃত মুমিনদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

"اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُه زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ. اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ".

'প্রকৃত মুমিনতো তারাই (যাদের সামনে) যখন আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা শুধু নিজেদের রবের উপর ভরসা রাখে। যারা নামায কায়েম করে,

এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে, তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার, তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।' (২-৪ ঃ আনফাল)

"اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ".

'প্রকৃত মুমিনতো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে। অতঃপর তারা কোন ধরনের সন্দেহ পোষণ করে না। এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করে। শুধু মাত্র তারাই (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী।' (১৫ ঃ হুজরাত)

## ১০. প্রশ্ন ঃ ঈমানের স্বাদ ও মজা বলতে কি বুঝায়?

**উত্তর ঃ** আল্লাহ ঈমানের কালিমাকে উৎকৃষ্ট বৃক্ষের সাথে তুলনা করে এরশাদ করেছেন ঃ

"اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ".

'তুমি জাননা আল্লাহ কি ধরনের উদাহরণ পেশ করেছেন? পবিত্র কালিমা একটি উৎকৃষ্ট গাছের ন্যায়, যার মূল খুবই দৃঢ় আর শাখা প্রশাখা উর্ধাকাশের দিকে প্রসারিত। সে তার প্রভুর নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।' (২৪-২৫ ঃ ইবরাহীম)

কালিমায়ে তাইয়্যেবা তথা ঈমানের কালিমাকে ফলজ উৎকৃষ্ট গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে। উৎকৃষ্ট ফলের স্বাদ ও মজাও হবে উৎকৃষ্ট, ফলের যেমন স্বাদ ও মজা থাকে, ঈমানেরও অনুরূপ মজা আছে। প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি এ মজা আস্বাদন করতে পারে। ঈমানের স্বাদ ও মজা শুধুমাত্র হৃদয় দিয়েই অনুভব করা যায়। কেউ কোন জিনিসের স্বাদ তখনি পায় যখন সে

জিনিসের প্রতি তার হৃদয়ে অনুরাগ ও আকর্ষণ বদ্ধমূল হয়। কোন জিনিসের প্রতি যখন ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তখন সে জিনিস পেলে মনে এক প্রশান্তি, তৃপ্তি ও পুলক শিহরণ জাগে।

তাই প্রকৃত ঈমানদার সালাত (নামায), সওম (রোযা) ইত্যাদি ইবাদতে মজা পায়। আল্লাহর যিক্‌র, কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামের আলোচনা, ইসলামী জ্ঞান চর্চায় মনের মধ্যে তৃপ্তি পায়। সে এতে বিশেষ ধরনের মজা অনুভব করে।

## ১১. প্রশ্ন ঃ কে ঈমানের স্বাদ ও মজা পায়?

**উত্তর ঃ** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

"ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الايْمَانِ أَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه أَحَبَّ الَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَايُحِبُّه الاَّ لِلّٰه وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ".

'যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে সে ঈমানের স্বাদ ও মজা পাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হবে। সে কাউকে ভালবাসবে তো শুধু আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে। আল্লাহ তাকে কুফর থেকে মুক্তি দেয়ার পর সে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এতটা অপছন্দ করবে যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।' (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

"ذَاقَ طَعْمَ الايْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًا وَّبِالاسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً".

'যে আল্লাহকে 'রব' হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করে ও মেনে সন্তুষ্ট সে ঈমানের স্বাদ ও মজা আস্বাদন করে।'

## ১২. প্রশ্ন ঃ ঈমানের দাবী কী?

উত্তর ঃ ঈমানের দাবী হচ্ছে ঈমান আনার পর তার উপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকে।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

"اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ".

'নিশ্চয় যারা বলে আমাদের 'রব' আল্লাহ্, অতঃপর অটল ও অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটি তাদের কাজের প্রতিদান স্বরূপ।' (১৩-১৪ ঃ আহকাফ)

সুফিয়ান বিন অবদুল্লাহ্ নামক একজন সাহাবী বলেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম ঃ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِيْ فِي الاِسْلَامِ قَوْلاً لَاأَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ قَالَ : "قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ".

'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন একটি কথা বলে দিন যে ব্যাপারে আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে প্রশ্ন করব না। তখন তিনি বললেন, "বল! আমি আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি। অতঃপর এর উপর অবিচলভাবে টিকে থাক।" (মুসলিম)

## ১৩. প্রশ্ন ঃ ঈমানের আলামত কী? একজন মুমিন কিভাবে তার ঈমান পরখ করবে?

উত্তর ঃ একজন ঈমানদারকে যখন ভাল কাজ আনন্দ দেয় এবং মন্দ কাজ তার কাছে খারাপ মনে হয়। তখন সে বুঝবে যে, তার ঈমান আছে! ভাল কাজ করতে যদি উৎসাহ বোধ না করে, আনন্দ না পায় অপরদিকে মন্দ কাজ যদি তার কাছে খারাপ না লাগে বরং মন্দ কাজেই তৃপ্তি পায় তাহলে বুঝতে হবে তার ঈমান লোপ পেয়েছে।

হযরত উমামা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাস করল, ঈমান কী? ঈমানের আলামত কী?

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

"اِذَا اسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ."

“তোমার ভাল কাজ তোমাকে আনন্দ দিলে আর খারাপ কাজ তোমার কাছে খারাপ লাগলে তুমি মুমিন।’ (আহ্মাদ)

## ১৪. প্রশ্ন ঃ সর্বোত্তম ঈমান কি?

**উত্তর ঃ** হযরত মুআজ বিন জাবাল বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ

"اَنْ تُحِبَّ لِلّهِ وَتُبْغِضَ لِلّهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِى ذِكْرِ اللّهِ قَالَ وَمَاذَا يَارَسُوْلَ اللّهِ قَالَ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ".

‘তুমি শুধু আল্লাহর জন্য ভালবাসবে। আল্লাহর জন্যই বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং জিহ্বাকে আল্লাহর যিকরে ব্যবহার করবে। লোকটি বলল, আর কী, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, নিজের জন্য যা পছন্দ কর, মানুষের জন্যও তা পছন্দ করবে। আর নিজের জন্য যা অপছন্দ কর, মানুষের জন্যও তা অপছন্দ করবে।” (আহ্মাদ)

## ১৫. প্রশ্ন ঃ আমরা এখানে জানতে পারলাম (১০ম প্রশ্নের উত্তর) যে আল্লাহ ইসলামের কালিমাকে উৎকৃষ্ট গাছের সাথে তুলনা করেছেন। ইসলামের ‘কালিমা’ কী ও কয়টি?

**উত্তর ঃ** ইসলামের কালিমা হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)। একে কালিমা তাইয়্যেবা বা কালিমাতুত্‌তাওহীদ বলা হয়। ইসলামের কালিমা এই একটিই। অবশ্য ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথম ভিত্তি বা রুকন হচ্ছে ‘শাহাদাতাইন’ মানে দু’টি বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া, একটি

হচ্ছে এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আরেকটি হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল- এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া। এটিকে কুরআন ও হাদীসের কোথায়ও কালেমায়ে শাহাদাত বলা হয়নি। এছাড়া কালেমায়ে তামজীদ, কালিমায়ে রদ্দে কুফর ইত্যাদি কালিমার অস্তিত্বও কুরআন ও হাদীসে নেই। তাই এ ধরনের কালিমা উদ্ভাবন করা, মুখস্থ করা ও চর্চা করা সুস্পষ্ট বিদআত। আর বিদআত মানেই পথভ্রষ্টতা।

## ১৬. প্রশ্ন ঃ ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ কী?

**উত্তর ঃ** আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিয্‌কদাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক, বিশ্বজাহানের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক, আইন ও বিধানদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।

কুরআন মজীদে আল্লাহ নিজে তাঁর যেসব পরিচয় দিয়েছেন, সেসব পরিচয় জেনে তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে এবং শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে। অনুরূপ কুরআন ও সহী সুন্নাতে তাঁর যেসব নাম, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশ্বাস করতে হবে। এসব নাম, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কোন ধরনের বিকৃতি বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন, ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। তবে কোন কিছুর সাথে তাঁকে তুলনা করা যাবে না।

"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ."

'কোন বস্তুই তাঁর সাদৃশ্য নহে। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।' (১১ ঃ শূরা)

# তাওহীদ

## ১. প্রশ্ন ঃ তাওহীদ কী?

**উত্তর ঃ** তাওহীদ শব্দের অর্থ এককীকরণ। কোন জিনিসকে এক করা। আকীদার দৃষ্টিতে তাওহীদ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে তাঁকে একক ও নিরঙ্কুশ মর্যাদা দেয়া। যেমন তিনিই শুধু স্রষ্টা আর কেউ নন। তিনিই একমাত্র রব আর কেউ নন। উপকার করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। বিপদ-সঙ্কট থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা তিনি ছাড়া আর কারো নেই। ইবাদত পাওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর। ভয় করতে হবে শুধু তাঁকেই। নির্ভর করতে হবে শুধু তাঁরই উপর। এভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করার নাম হচ্ছে তাওহীদ।

## ২. প্রশ্ন ঃ তাওহীদের গুরুত্ব ও মর্যাদা কী?

**উত্তর ঃ** আল্লাহর চিরন্তন শাশ্বত দ্বীন-ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। তাওহীদের দিকে ডাকার জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের সকলকে আল্লাহ একই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন আর তা হচ্ছে তাঁর বান্দদেরকে তাঁর বিরোধী সব কিছুকে বর্জন করে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের দিকে আহবান জানানো। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন।

"وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ."

'আমি সকল জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি। তারা সবাই নিজ নিজ জাতিকে এ বলে আহ্বান জানিয়েছেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।' (৩৬ ঃ নাহল)

উক্ত আয়াতে তাগুতকে বর্জন ও আল্লাহর ইবাদতের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই হচ্ছে তাওহীদ। তাওহীদের স্বীকৃতি ছাড়া কেউ মুসলমান হতে পারে না। তাওহীদ ছাড়া কোন আমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই রাসূলের উত্তরসূরীগণ মানুষকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দিকে আহবান জানাবে। তাওহীদ গ্রহণ করলে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আমলের দিকে আহবান জানাবে।

হযরত মুআজকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠানোর সময় তাঁকে এভাবে হেদায়েত দেন ঃ

"فليكن اول ماتدعوهم الى أن يوحدوا الله تعالى فاذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات فى يومهم وليلتهم..."

'তাদের তুমি প্রথম যে বিষয়ের দিকে দাওয়াত দিবে তাহলো তারা যেন আল্লাহকে (ইলাহ হিসেবে) একক মর্যাদা দেয় যদি তারা এ বিষয়টি স্বীকার করে নেয়, তার পর তাদেরকে জানাবে যে আল্লাহ দিনে ও রাতে পাঁচবার নামায ফরজ করেছেন।' (বুখারী)

একজন মুসলমান তাওহীদের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করে আর তাওহীদ নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়। এভাবে যে মুসলমানের শুরু ও শেষ হবে তাওহীদ, সে জান্নাতে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"من كان آخر كلامه لااله الاالله دخل الجنة." (صححه الالبانى رح)

'যার শেষ কথা হবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (হাকেম, ইরওয়াউল গালীল- আলবানী)।

আল্লাহ আমাদের রব ও ইলাহ। আমরা তাঁর বান্দা ও দাস। বান্দার উপর যেমন আল্লাহর হক আছে। তেমনি আল্লাহর উপরও বান্দার হক রয়েছে। উভয় পক্ষের হক সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ)কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

"أتدرى ما حق الله على العباد وماحق العباد على الله؟ فقلت : الله رسوله أعلم قال : حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لايشرك به شيئا."

'তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি?' আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি (রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'বান্দার উপর আল্লাহর হক হচ্ছে শুধু-মাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হচ্ছে, যে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না, 'তাকে শাস্তি না দেয়া।' (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে এরশাদ করেছেন ঃ

"فان الله حرم على النّار من قال لااله الا الله يبتغى بذلك وجه الله"

'আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।' (বুখারী ও মুসলিম)

শিরকমুক্ত তাওহীদ নির্ভর ঈমানের উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

"اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُوْلٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ."

'যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের ঈমান জুলমের সাথে মিশ্রিত করে না তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথগামী।' (৮৩ ঃ আনআম)

সকল তাফসীর-বিশারদগন আয়াতে উল্লিখিত জুলমের অর্থ শিরক করেছেন। যাদের ঈমান শিরক মিশ্রিত নয়, মানে খাঁটি ও নির্ভেজাল তাওহীদ নির্ভর, তাঁদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা। পৃথিবীতে হাজারো গোলামি থেকে নিরাপত্তা এবং আখিরাতে জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা, আর তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত। এ সঠিক পথের শেষ মঞ্জিল জান্নাত।

## ৩. প্রশ্ন ঃ তাওহীদ কত প্রকার ও কী কী?

**উত্তর ঃ তাওহীদ তিন প্রকার ঃ**

১. تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ- আল্লাহর কাজ, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় তাওহীদ।

২. تَوْحِيدُ الأُلُوْهِيَّةِ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ- আল্লাহকে মানা ও তাঁর ইবাদতে তাওহীদ।

৩. تَوْحِيْدُ الاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ তাওহীদুল আসমা অসিসফাত– আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে তাওহীদ।

## ৪. প্রশ্ন ঃ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ মানে কী?

**উত্তর ঃ** তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ মানে আল্লাহর কাজ, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় তাঁকে একক মর্যাদা দেয়া। সৃষ্টি, মালিকানা, রিয্ক জীবিকা দান, বিশ্বজাহানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, জীবন-মৃত্যু দান, উপকার-অপকারের ক্ষমতা, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দেয়া, সন্তান প্রদান ইত্যাদির অধিকার একমাত্র তাঁরই- এ বিশ্বাস করা।

## ৫. প্রশ্ন ঃ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতের দলীল ও প্রমাণ কী?

**উত্তর ঃ** আল্লাহর কাজ, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা প্রভুত্বের প্রমাণে কুরআন মজিদে অনেক আয়াত রয়েছে। এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

**সৃষ্টি**

"اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَالَكُمْ مِنْ دُوْنِه مِنْ وَلِيٍّ وَلاَشَفِيْعٍ اَفَلاَ تَتَذَكَّرُوْنَ."

'আল্লাহ যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কি আছে, সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা স্মরণ করবে না?' (৪ ঃ সিজদা)

**রিয্ক বা জীবিকা**

"وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ."

'পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল (প্রাণী) নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর নয়। (মানে সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর)। তিনি তাদের অবস্থান জানেন আর জানেন তারা কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে।' (৬ ঃ হুদ)

### কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব

"قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ."

'বল! হে আল্লাহ তুমিই কর্তৃত্বের মালিক, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য বা শাসন ক্ষমতা দান কর, আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নাও। এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী।' (২৬ ঃ আলে ইমরান)

### জীবন ও মৃত্যু

"اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ."

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে কাজের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।' (২ ঃ মুলক)

### সন্তান প্রদান

"لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنٰثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنٰثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّه عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ."

'আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।

অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ ক্ষমতাশীল।' (৪৯-৫০ ঃ শূরা)

**কল্যাণ ও অকল্যাণ**

"وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَاكَاشِفَ لَه اِلاَّ هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَارَادَّ لِفَضْلِه يُصِيْبُ بِه مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ"

'আর আল্লাহ যদি তোমার কোন ক্ষতি ও অকল্যাণ পৌছান তাহলে তিনি ছাড়া তা থেকে পরিত্রাণ দেয়ার কেউ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহ রহিত করার মত কেউ নেই, তিনি নিজ বান্দাহদের মধ্যে যার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান তাকেই তিনি অনুগ্রহ করেন। বস্তুতঃ তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।' (১০৭ ঃ ইউনুস)

**প্রভুত্ব**

কুরআন মজীদে আল্লাহর পরিচয়ে মোট ৪২ বার "رَبُّ الْعَالَمِيْنَ" (বিশ্বজাহানের 'রব') বলা হয়েছে। 'রব' একটি ব্যাপক অর্থ-বোধক শব্দ। আমরা সাধারণতঃ এর অর্থ করে থাকি প্রভু ও প্রতিপালক।

## ৬. প্রশ্ন ঃ 'রব' (رَبّ) মানে কি?

**উত্তর ঃ** আমরা জানলাম যে, কুরআন মজীদে আল্লাহর পরিচয়ে মোট ৪২ বার "رَبُّ الْعَالَمِيْنَ" (বিশ্বজাহানের 'রব') বলা হয়েছে। এছাড়া অনেক জায়গায় তাঁকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের 'রব', পূর্ব-পশ্চিমের 'রব', তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদের 'রব', মানুষের 'রব', আরশের 'রব' বলা হয়েছে।

'রব' এমন একটি শব্দ অন্য ভাষায় এক শব্দে যার যথাযথ অনুবাদ করা সম্ভব নয়। 'রব' অর্থ প্রভু, স্রষ্টা, স্বত্বাধিকারী, ব্যবস্থাপক, পরিচালক, পরিকল্পনাকারী, পরিচর্যাকারী, নিরাপত্তা দানকারী ইত্যাদি।

ডঃ মুহাম্মদ তকীউদ্দীন হিলালী ও ডঃ মুহাম্মদ মুহসিন খান কুরআন মজীদের ইংরেজী অনুবাদে 'রব' শব্দটি সম্পর্কে বলেন,

There is no proper equivalent for Rabb in English language. It means the One and the Only lord for all the universe, its Creator, Owner, Organizer, Provider, Master, Planner, Sustainer, Cherisher and Giver of security. (The Noble Quran Englsh Translation, P : 1)

## ৭. প্রশ্ন ঃ 'তাওহীদুল উলুহিয়্যাত' কী?

**উত্তর ঃ** আল্লাহকে এককভাবে মানা ও শুধুমাত্র তাঁর দাসত্ব ও গোলামী করাই হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়্যাত। একে 'তাওহীদুল ইবাদাত'ও বলা হয়। আল্লাহর কাজ, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় তাঁকে একক মর্যাদা দেয়া তথা তাঁকে একমাত্র রব হিসেবে মানার অনিবার্য দাবী একমাত্র তাঁকেই 'ইলাহ' হিসেবে মানা। সকল ধরনের আনুগত্য ও দাসত্বে তাঁকে একক মর্যাদা দেয়া। সিজদা শুধু তাঁকেই করতে হবে। দোয়া শুধু তাঁর কাছেই করতে হবে। সাহায্য শুধু তাঁর কাছেই চাইতে হবে। ভরসা শুধু তাঁর উপরই করতে হবে। ভয় শুধু তাঁকেই করতে হবে। কল্যাণ ও মুক্তির আশা শুধু তাঁর থেকেই করতে হবে।

## ৮. প্রশ্ন ঃ তাওহীদুল উলুহিয়্যাতের দলীল ও প্রমাণ কী?

**উত্তর ঃ** আল্লাহকে যারা নিজেদের 'রব' হিসেবে বিশ্বাস করবে তারা শুধু-মাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে। কেননা আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। মানে আনুগত্য ও দাসত্ব পাওয়ার হক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। কুরআন মজীদে এ বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে। এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো ঃ

"وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ. لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ."

'এবং তোমাদের ইলাহ (উপাস্য)ই একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি মহাকরুণাময় দয়ালু।' (১৬৩ ঃ বাকারা)

"اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ."

'আল্লাহ' তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। (তিনি) চিরঞ্জীব সবকিছুর ধারক।' (২ ঃ আলে-ইমরান)

"شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَآاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ."

'আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। ফিরিশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' (১৮ ঃ আলে-ইমরান)

## ৯. প্রশ্ন ঃ রুবুবিয়াতে 'তাওহীদ' ও উলুহিয়্যাতে 'তাওহীদের' মধ্যে পার্থক্য কী? উভয়ের মধ্যে সম্পর্কই বা কী?

**উত্তর ঃ** 'তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত'– মানে আল্লাহকে 'রব' হিসেবে মানা। তাওহীদের অর্থ হচ্ছে তাঁর কাজ ও ক্ষমতায় তাঁকে একক মর্যাদা দেয়া। সৃষ্টি করা, জীবিকা প্রদান, জীবন ও মৃত্যু দেয়া, সন্তান প্রদান, বৃষ্টি বর্ষণ, কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা, রোগ থেকে মুক্তি দেয়া, বিপদ-সঙ্কটে সাহায্য করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর। শুধু-মাত্র আল্লাহর। আর কারো নয়। এর নাম হচ্ছে 'তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত।'

আর 'তাওহীদুল ইলুহিয়্যাত'– মানে আল্লাহকে 'ইলাহ' হিসেবে মানা। তাওহীদের অর্থ হচ্ছে বান্দার উপাসনা ও দাসত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। তাঁর নামায, রোযা, দোয়া, যিকর, আশা, ভরসা, সাহায্য প্রার্থনা, সন্তান কামনা, রোগ মুক্তির জন্য ধরনা, কল্যাণ কামনা, অকল্যাণ দূর করার জন্য প্রার্থনা হবে শুধু-মাত্র আল্লাহর কাছে, অন্য কারো কাছে নয়, এর নাম হচ্ছে 'তাওহীদুল উলুহিয়্যাত।'

উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হলো, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতের অনিবার্য দাবী হচ্ছে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মানা। যে বিশ্বাস করবে যে তাঁর স্রষ্টা, রিযকদাতা, কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই তার জীবনের মালিক এবং তিনিই তাকে মৃত্যু দিবেন। সে শুধু-মাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে। আল্লাহর উপরই ভরসা রাখবে। আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। বিপদে-সঙ্কটে তাঁর কাছেই মুক্তি ও পরিত্রাণ চাইবে। আর কারো কাছে নয়।

## ১০. প্রশ্ন ঃ আল্লাহকে একমাত্র 'রব' হিসেবে স্বীকার করার অনিবার্য দাবী হচ্ছে তাঁকে একমাত্র 'ইলাহ' হিসেবে মানা। এর দলীল কী?

**উত্তর ঃ** আল্লাহকে একমাত্র 'রব' হিসেবে বিশ্বাস ও স্বীকার করার অনিবার্য দাবী হচ্ছে শুধু-মাত্র আল্লাহকেই 'ইলাহ' হিসেবে মানতে হবে। এ বিষয়ে কুরআন মজীদে অনেক আয়াত রয়েছে। এখানে এ ধরনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো ঃ

"ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ."

'তিনিই আল্লাহ, তোমাদের 'রব'। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই সব কিছুরই স্রষ্টা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী।' (১০২ ঃ আনআম)

"يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ. لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ."

'হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযক (জীবিকা) দান করে? তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ।' (৩ ঃ ফাতির)

"ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ."

'তিনিই আল্লাহ তোমাদের রব। সম্রাজ্য ও কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলছ?' (৬ ঃ যুমার)

## ১১. প্রশ্ন ঃ শুধু-মাত্র তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত— মানে আল্লাহকে 'রব' হিসেবে স্বীকার করলে মুসলমান হওয়া যাবে?

**উত্তর ঃ** আল্লাহকে 'রব' তথা সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক হিসেবে বিশ্বাস করলেই মুসলমান হওয়া যাবে না। এ বিশ্বাসের সাথে অবশ্যই 'উলুহিয়্যাতে' আল্লাহর একক অধিকারকে বিশ্বাস করতে হবে ও

মানতে হবে, তাহলেই মুসলমান হওয়া যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের কাফির ও মুশরিকরা আল্লাহকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করত।

কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

"وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ."

'তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)।' (৯ ঃ যুখরুফ)

অনুরূপ তারা আল্লাহকে রিযকদাতা ও জীবন-মৃত্যুদানকারী হিসেবেও বিশ্বাস করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

"قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالاَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ."

'তুমি জিজ্ঞাসা কর, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে জীবিকা দান করে? কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? কে জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে এবং মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ। তখন তুমি বল, তার পরও ভয় করছো না?' (৩১ ঃ ইউনুস)

তারা এও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং বৃষ্টির পানি দিয়ে যমীনকে সজীব করে তুলেন।

"وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ."

'যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মাটিকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে

তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।' (৬৩ ঃ আনকাবুত)

সর্বোপরি তারা এ বিশ্বাসও করত যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহ। সকল কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁর। তাঁদের এ বিশ্বাস প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

"قُلْ لِمَنِ الاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّهِ قُلْ أَفَلاَتَذَكَّرُوْنَ. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّموَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّهِ قُلْ أَفَلاَتَتَّقُوْنَ. قُلْ مَنْ بِيَدِه مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّهِ قُلْ فَأَنّى تُسْحَرُوْنَ."

'তুমি তাদের (উদ্দেশ্যে) বল! পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান (তবে বল)। তারা বলবে সবই আল্লাহর। বল! তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? বল! সপ্তাকাশের রব কে? মহান আরশের রব কে? তারা বলবে, আল্লাহ। বল! তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? বল! কার হাতে সকল বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কব্জা থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? তারা বলবে, আল্লাহর। বল! তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে?' (৮৪-৮৯ ঃ মু'মেনুন)

আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক সর্বোপরি সকল বিষয়ে আল্লাহর কর্তৃত্বের বিশ্বাসী হয়েও তারা মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি কারণ তারা ইবাদত ও উলুহিয়্যাতে আল্লাহকে একক মর্যাদা দেয়নি। মুসলমান হতে হলে অবশ্যই আল্লাহকে একমাত্র 'রব' হিসেবে বিশ্বাস করার সাথে সাথে আল্লাহকেই একমাত্র ইলাহ মানতে হবে। নিরঙ্কুশভাবে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে।

## ১২. প্রশ্ন ঃ নবী-রাসূলগণ কোন তাওহীদের দিকে নিজ নিজ জাতিকে আহ্বান করেছিলেন?

**উত্তর ঃ** সকল নবী-রাসূলই নিজ নিজ কওমের লোকদেরকে 'তাওহীদুল উলুহিয়্যাতে' তথা আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মানার দিকে আহ্বান

জানিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই নিজ জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন–

"يَاقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ."

'হে আমার জাতি তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।'

আল্লাহ পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেছেন :

"وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاَاِلٰهَ اِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ."

'তোমার পূর্বে আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি তাঁর প্রতি এ ওহী প্রেরণ করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।' (২৫ : আম্বিয়া)

নবী রাসূলগণ তাঁদের জাতির উদ্দেশ্যে একথা বলেননি, আল্লাহ ছাড়া কোন খালেক বা স্রষ্টা নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন রিযকদাতা নেই, জীবন-মৃত্যুর মালিক কেউ নেই। কেননা আল্লাহর ব্যাপারে এসব বিশ্বাস তাদের ছিল। তাদেরকে বার বার যে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল তা হলো আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

## ১৩. প্রশ্ন : অনেকে আল্লাহকে একক 'রব' হিসেবে বিশ্বাস করে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদাত-বন্দেগীও করে কিন্তু আল্লাহর শাসন ও আইন মানতে চায় না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র বিধানদাতা হিসেবে মানে না। ইহা কী 'তাওহীদুল উলুহিয়্যাত' (আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মর্যাদা দেয়ার) পরিপন্থী নয়?

উত্তর : ইতোপূর্বের আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহকে একমাত্র রব হিসেবে স্বীকার করার অনিবার্য দাবী হচ্ছে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মানা। তাই আল্লাহকে শুধুমাত্র 'রব' হিসেবে মানলেই

মুসলমান হওয়া যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের কাফের-মুশরেকরাও আল্লাহকে 'রব' হিসেবে মানত। সকল নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ জাতিকে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মানার দিকে ডেকেছেন। কুরআনের এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পর জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র শাসক, আইন ও বিধানদাতা হিসেবে না মানার কোন সুযোগ নেই। এই না মানা সুস্পষ্ট কুফরী। আল্লাহ পাক যেমন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জন্য রিযকের ব্যবস্থা করেছেন, জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন, ঠিক তেমনি তিনি আমাদের জীবন পরিচালনার জন্য বিধানও দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করছেন ঃ

"اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ".

'জেনে রাখো সৃষ্টি ও বিধান তাঁরই। আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্বজাহানের রব।' (৫৪ ঃ আ'রাফ)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করছেন ঃ

"اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ أَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ."

'আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান (দেয়ার ক্ষমতা) নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। এটাই সুদৃঢ় দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' (৪০ ঃ ইউসুফ)

এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে আল্লাহর নিরঙ্কুশ হুকুম ও বিধানের সাথে ইবাদতের রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম ও বিধান চলতে পারে না। অনুরূপ তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত হতে পারে না। আর এ দু'টির সমন্বয়ে যে দ্বীন, তাই হচ্ছে সুদৃঢ় ও সঠিক দ্বীন। সুষ্ঠুভাবে আল্লাহর ইবাদত আদায়ের জন্য আল্লাহর আইন ও শাসনের প্রয়োগ প্রয়োজন। অপরদিকে আল্লাহর আইন ও শাসনের প্রয়োগ না থাকলে যথাযথভাবে ইবাদত করা যাবে না।

যে সমাজে আল্লাহর শাসন ও আইনের প্রয়োগ নেই, সেখানে নামায প্রতিষ্ঠিত নেই। যাকাতের সংগ্রহ ও বিতরণ যথাযথ হয় না। সেখানে অনেক হারাম ও অবৈধ কাজ চলছে রাষ্ট্রীয় সহায়তায়। জেনা-ব্যাভিচার,

চুরি-ডাকাতি হচ্ছে। অথচ এসব অপরাধের শরীয়ত নির্ধারিত দন্ড কার্যকর হচ্ছে না। ফলে 'হদ' সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলোর প্রয়োগ হচ্ছে না। আল্লাহর ইবাদতের তাৎপর্য হচ্ছে তাগুতের ইবাদত থেকে মুক্ত থাকা এবং আল্লাহর কাছ থেকেই যাবতীয় বিধান গ্রহণ করা। আর এটিই হচ্ছে আল্লাহকে ইলাহ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করার দাবী। এদিকে ইঙ্গিত করে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুফতি ও অন্যতম আলেম আল্লামা শাইখ আবদুল আযীয বিন বায় (রঃ) বলেন ঃ

والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه من مقتضى شهادة ان لاإله الا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله فالله سبحانه هو رب الناس والههم وهو الذى خلقهم وهوالذى يأمرهم وينهاهم ويحييهم ويميتهم ويحاسبهم ويجازيهم وهو المستحق للعبادة دون كل ماسواه قال تعالى (ألا له الخلق والأمر) فكما أنه الخالق وحده فهو الآمر سبحانه والواجب طاعة أمره.

(وجوب تحكيم شرع الله ونبذ مايخالفه للشيخ ابن باز رحمه الله)

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, তাগুতের ইবাদত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা এবং আল্লাহর কাছ থেকেই শাসন ও বিধান গ্রহণ করা, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল-এ সাক্ষ্য দেয়ার অনিবার্য দাবী। কেননা একমাত্র আল্লাহই মানুষের রব এবং তাদের ইলাহ। তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাদেরকে আদেশ করবেন ও নিষেধ করবেন। জীবন-মৃত্যু তিনিই দিবেন। তিনি হিসেব নিবেন। তিনিই প্রতিদান দিবেন। দাসত্ব ও গোলামী একমাত্র তাঁর জন্য স্বীকৃত। অন্য কারো জন্য নয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন 'সৃষ্টি তাঁর এবং হুকুম ও বিধানও তাঁরই।' (৫৪ ঃ আ'রাফ) যেহেতু তিনিই একক সৃষ্টিকর্তা সেহেতু তিনিই শুধু নির্দেশদাতা। তাঁর নির্দেশ ও বিধানেরই অনুসরণ করতে হবে। (আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের অপরিহার্যতা পৃ ঃ ১৯)

আল্লাহর শাসন বিধানের যথাযথ প্রয়োগের জন্য এবং কুরআন-সুন্নাহর আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আসার পরপরই এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কিরাম তাঁর দাফনের পূর্বেই রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচন করেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া আল্লাহর আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই ইসলামী রাষ্ট্র বা ইমারাত প্রতিষ্ঠা করা মুসলিম উম্মার উপর ফরয। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন ঃ

إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين الابها. (السياسة الشرعية لابن تيمية صـ ١٦١)

মানুষের শাসনের দায়িত্ব হচ্ছে দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয় বরং এটি এমন এক অপরিহার্যতা যা ছাড়া দ্বীন টিকে থাকতে পারে না। (শরীয়া নীতি ঃ ১৬১)

তিনি আরো বলেন ঃ

ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولايتم ذلك الا بقوة وإمارة وكذلك سائرماأوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم واقامة الحدود لاتتم الا بالقوة والإمارة ... ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لوكان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. (السياسة الشرعية لابن تيمية صـ ١٦١-١٦٢)

কেননা আল্লাহ তাআলা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকে (মুসলমানদের জন্য) ওয়াজিব করেছেন। এ ওয়াজিব আদায় শক্তি ও শাসন ছাড়া সম্ভব নয়। অনুরূপ আল্লাহ জিহাদ, ন্যায় বিচার, হজ্জের অনুষ্ঠান, জুমা, ঈদ, মাযলুমকে সাহায্য করা, হুদুদ (দণ্ড বিধিসমূহ) কার্যকর করা ওয়াজিব করেছেন। এগুলো শক্তি ও শাসন ছাড়া সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

আর এ কারণেই ফুদাইল বিন ইয়াজ, আহমাদ বিন হাম্বল প্রমুখ ইমামগণ বলতেন, যদি আমাদের কোন দোয়া কবুল হওয়া নিশ্চিত বলে জানতাম তাহলে আমরা ইসলামী শাসন ও শাসকের জন্য দোয়া করতাম। (শরীয়া মূলনীতি পৃঃ ১৬১-১৬২)

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, দোয়া, যিকর, কুরবানী ইত্যাদি ইবাদত যেমন শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হবে, ঠিক তেমনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন ও বিধান মেনে চলতে হবে। আল্লাহর আইন ও বিধান কার্যকর করতে হবে। কার্যকর করার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

## ১৪. প্রশ্ন ঃ 'তাওহীদুল আসমা অস্‌সিফাত' মানে কী ও এর প্রমাণ কী?

**উত্তর ঃ** 'তাওহীদুল আসমা অস্‌সিফাত' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে তাওহীদ। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ "اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى" 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।' (৮ ঃ ত্বাহা)

"وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا"

আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। সুতরাং তাঁকে ঐসব নামে ডাক।' (১৮০ ঃ আরাফ)

কুরআন ও সহী সুন্নাহতে আল্লাহর যেসব নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে এসব নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এগুলো যে অর্থবহন করে এ অর্থেই বিশ্বাস করতে হবে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মূল অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থ করা যাবে না। যেমন হাত অর্থ হাতই। হাতকে কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, দান ইত্যাদি করা যাবে না। কুরআন মজীদের অনেক আয়াতে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছ। এখানে এ ধরনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো ঃ

"اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ."

'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সব কিছুর ধারক।' (২ ঃ আলে ইমরান)

"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ."

'কোন বস্তুই তাঁর সাদৃশ্য নহে। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।' (১১ ঃ শূরা)

"هُوَ اللّٰهُ لَاإِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَاللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ."

'তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি, নিরাপত্তা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্মশীল। তারা যাকে অংশীদার করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনি আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, তাঁর রয়েছে উত্তম নামসমূহ। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।' (২৩-২৪ ঃ হাশর)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِينَ اِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ." (عن أبى هريرة/البخارى)

'আল্লাহর নিরানব্বইটি অর্থাৎ একটি কম একশ'টি নাম আছে যে এ নামগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (বুখারী)

## ১৫. প্রশ্ন ঃ আল্লাহর নাম, গুণাবলী ও কুরআন-সুন্নাহতে তার যেসব অঙ্গের উল্লেখ এসেছে, এগুলোর ব্যাপার আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা কী?

**উত্তর ঃ** এ ব্যাপারে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হলো আল্লাহ নিজে নিজের এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যে নাম, গুণ ও অঙ্গের উল্লেখ করেছেন, সেগুলো যথাযথ বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহর সাথে কারো তুলনা করা যাবে না। নাম, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের

কোন ধরনের ব্যাখ্যা করে মূল অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থ করা যাবে না। মূল অর্থকে অকার্যকর করা যাবে না। অর্থ বিকৃত করা যাবে না।

অনুরূপ আল্লাহ নিজে নিজের এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে যে সব নাম ও গুণের ব্যবহার বর্জন করেছেন তা আল্লাহর ব্যাপারে ব্যবহার করা যাবে না।

## ১৬. প্রশ্ন ঃ আল্লাহ কি নিরাকার, নাকি তাঁর কোন আকার আছে? এ বিষয়ে কুরআন মজীদে কোন দলীল ও প্রমাণ আছে কী?

**উত্তর ঃ** আল্লাহ গোটা বিশ্বজাহান ও তাতে ছোট বড় যা কিছু আছে সবকিছুর স্রষ্টা, তাঁর সৃষ্টির সাথে তাঁর কোন ধরনের সাদৃশ্যতা নেই। কোন সৃষ্টির সাথে তাঁর উপমা বা তুলনা করা চলবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ নিরাকার। 'আল্লাহ নিরাকার' এর পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী উম্মাহর অতীত হকপন্থী কোন ইমাম ও আলেমের সমর্থন নেই। এটি কুরআন-সুন্নাহর সমর্থন বর্জিত একটি ভ্রান্তমত ও বিশ্বাস। কুরআন মজীদে দশবারের অধিক আল্লাহ পাক নিজে নিজের 'হাত' (يد) আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

তিনি এরশাদ করেন ঃ

"قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ."

'বল! নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান তাকে তা দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।' (৭৩ ঃ আলে ইমরান)

"بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ."

'বরং তাঁর দু'হাত উন্মুক্ত তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন ব্যয় করেন।' (৬৪ ঃ মায়েদা)

অন্য কোথাও হাতের রূপক অর্থ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব দান ইত্যাদি করলেও এখানে কি সে অর্থ করা যাবে? তাঁর দু'ক্ষমতা, দু'কর্তৃত্ব, দু'দান ইত্যাদি অর্থ কি সঠিক হবে?

শুধু তাই নয় তিনি তাঁর 'হাতের মুঠো' (قبضة) ও 'ডান হাত' (يمين) আছে বলেও উল্লেখ করেছেন ঃ

"وَمَاقَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِه وَالأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِه سُبحَانَه وَتَعَالى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ."

'তারা আল্লাহর মর্যাদা যথাযথ নিরূপণ করতে পারেনি (বা আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেনি)। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর 'হাতের মুঠো'তে এবং আকাশসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর 'ডান হাতে।' (৬৭ ঃ যুমার)

আল্লাহ তাঁর চেহারা বা মুখমণ্ডলের (وجه) উল্লেখ করেছেন,

"كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ."

'পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংসশীল। টিকে থাকবে শুধু তোমার মহিমান্বিত ও মহানুভব 'রবের মুখমণ্ডল।' (২৬-২৭ ঃ রাহমান)

"وَلاَتَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلهًا آخَرَ لآاِلهَ اِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ."

'তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকবে না। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আল্লাহর 'মুখমণ্ডল' ছাড়া সবকিছু ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁর কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।' (৮৮ ঃ কাসাস)

তিনি তাঁর চোখেরও (عين) উল্লেখ করেছেন ঃ

"فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا."

'অতঃপর আমি তাঁর (নূহের) কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার চোখের সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরি কর।' (২৭ ঃ মুমেনুন)

## ১৭. প্রশ্ন ঃ আল্লাহ যে নিরাকার নয় এ বিষয়ে হাদীসের কোন দলীল আছে কী?

**উত্তর ঃ** 'আল্লাহ নিরাকার' হাদীসেও এ মতের কোন সমর্থন নেই। বরং একাধিক হাদীসে আল্লাহর হাত, পা, আঙ্গুল ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীছ পেশ করা হলো ঃ

"عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يَقْبِضُ اللّٰهُ الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِه. ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوْكُ الأَرْضِ؟"

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন আর তাঁর ডান হাত দিয়ে আকাশকে পেঁচিয়ে ধরবেন। অতঃপর বলবেন, আমিই বাদশাহ, পৃথিবীর রাজা-বাদশাহরা কোথায়?' (বুখারী)

عن عبد اللّٰه أن يهوديا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان الله يمسك السموات السبع على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ "وماقدروا اللّٰه حق قدره" وقال عبد اللّٰه فضحك رسول اللّٰه صلى اللّٰه وسلم تعجبا وتصديقا له.

হযরত আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত যে একজন ইহুদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ সাত আকাশ এক আঙ্গুলে, যমীনসমূহ এক আঙ্গুলে, পাহাড়-পর্বত এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলে এবং সৃষ্টিসমূহ এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন অতঃপর বলবেন, 'আমিই বাদশাহ।' (একথা শোনে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এমনভাবে হাসলেন যে তাঁর ভিতরের মাড়ির দাঁতসমূহ দেখা গেল অতঃপর তিনি পড়লেন, 'তারা আল্লাহর মর্যাদা যথাযথ নিরূপন করতে পারনি।' (হাদীস বর্ণনাকারী বলেন যে) রাসূল তার কথায় অবাক হয়ে এবং তার কথার সত্যতা স্বীকার করে হেসেছিলেন। (বুখারী)

عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "لاَيَزَالُ يُلْقَى فِيْهَا وَيَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَدَمَه فَيَنْزِوِى بعضها الى بَعض ثم تقول قَدْ قَدْ بعزتك وكرمك."

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামে (জাহান্নামীদের) নিক্ষেপ করা হতে থাকবে তারপরও সে (জাহান্নাম) বলবে আরো আছে কি? শেষ পর্যন্ত বিশ্ব জাহানের 'রব' তাতে তার 'পা' চেপে ধরবেন। তাতে জাহান্নাম একাংশের সাথে আরেকাংশ মিশে যাবে। অতঃপর বলবে, 'তোমার প্রতিপত্তি ও মর্যাদার শপথ যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।' (বুখারী)

কুরআন ও সহী হাদীসের এসব বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আল্লাহ নিরাকার নয়। আল্লাহ নিরাকার– এ ধারণা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী।

# আল্লাহ কোথায়?

## ১. প্রশ্ন ঃ আল্লাহ কোথায়?

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এ প্রশ্নটিকে ঘিরে রয়েছে মারাত্মক বিভ্রান্তি। কুরআন ও সহী সুন্নাতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোচনার পরও অনেকে আল্লাহর অবস্থান বিষয়ে ভ্রান্ত মত পোষণ করছে। কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক নিজ সম্পর্কে সাতবার বলেছেন যে, তিনি আরশের উপর 'অধিষ্ঠিত হয়েছেন।' (৫৪ ঃ আ'রাফ, ৩ ঃ ইউনুস, ২ ঃ রা'দ, ৫ ঃ ত্বাহা, ৫৯ ঃ ফুরকান, ৪ ঃ সিজাদ, ৪ ঃ হাদীদ)

আল্লাহ আরশে আসীন। আর 'আরশ' হচ্ছে সপ্তম আকাশের উপর। এটি মুসলমানদের একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস। আল্লাহ পাক যে তাঁর মহান আরশে অধিষ্ঠিত এবং আরশ যে উপরে অবস্থিত এ বিষয়ে কুরআনে অনেক দলীল ও প্রমাণ রয়েছে। এখানে তার কয়েকটি পেশ করা হলো ঃ

১. "تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ" 'ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তাআলার দিকে ঊর্ধগামী হয়।' (৪ ঃ মাআরিজ)

২. "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" 'তাঁরই দিকে আরোহণ করে উত্তম কথা এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়।' (১০ ঃ ফাতির)

৩. "بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ" 'বরং আল্লাহ তাঁকে (ঈসাকে) উঠিয়ে নিয়েছেন নিজের দিকে (মানে নিজের কাছে)।' (১৫৮ ঃ নিসা)

৪. আল্লাহ কুরআন মজীদের অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, কিতাব (কুরআন) তাঁর কাছ থেকে নাযিল বা অবতরণ হয়েছে। 'নাযিল' মানে– 'অবতরণ' উপর থেকে নিচে হয়। পাশাপাশি স্থান থেকে নাযিল বা অবতরণ হয় না।

"كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ."

'এটি একটি কিতাব যা আমি তোমার প্রতি অবতরণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন।' (১ ঃ ইবরাহীম)

"اِنَّا أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ."

'নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতরণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যা বুঝায়েছেন তা দিয়ে মানুষের মধ্যে শাসন ও ফায়সালা করতে পার।' (১০৫ ঃ নিসা)

"اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ."

'নিশ্চয় আমি ইহা (কুরআন) কদরের রাতে নাযিল করেছি।' (১ ঃ কদর)

৫. হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বছরের অধিক কাল সময় বায়তুল মাকদাসের দিকে ফিরে নামায পড়েছেন। তিনি মনে মনে কামনা করতেন যেন কা'বাকে কেবলা করা হয়। তিনি আকাশের দিকে বারবার মুখ ফিরিয়ে তাঁর মনের এ কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

"قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ"

'নিশ্চয় আমি তোমাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি।' (১৪৪ ঃ বাকারা)

আল্লাহর পরিচয় সবচেয়ে বেশি জানেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি মনে মনে কামনা করতেন যেন 'কা'বা'কে কেবলা করা হয়। আর এ কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়েছেন আকাশের দিকে বার বার তাকিয়ে। এর কারণ কি? এ কারণ কি এটি নয় যে মহান আল্লাহ্ 'সর্বত্র বিরাজমান' নন বরং তাঁর অবস্থান উপরে?

## ২. প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ আরশের উপর আসীন এবং 'আরশ' হচ্ছে উপরে। এ বিষয়ে হাদীসে কি কোন প্রমাণ আছে?

**উত্তর ঃ** অনেক সহী হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যে মহান আল্লাহ্ আরশে আজীমে অধিষ্ঠিত আর আরশে আযীমের অবস্থান সপ্তম আকাশের উপর। এখানে এ ধরনের কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো ঃ

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"اذا سالتم الجنة فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن"

'যখন তোমরা (আল্লাহর কাছে) জান্নাত চাইবে তখন 'ফিরদাউস' চাইবে কেননা এটি জান্নাতের মাঝখানে আর তার উপর করুণাময় (আল্লাহর) আরশ।' (বুখারী)

২. হযরত যয়নব (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর গর্ব করে বলতেন ঃ

"زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات."

'তোমাদেরকে তোমাদের পরিবারের লোকজন বিয়ে দিয়েছেন। আর আমাকে (রাসূলের সাথে) বিয়ে দিয়েছে আল্লাহ, সাত আকাশের উপর থেকে।' (বুখারী)

উল্লেখ্য যে, হযরত যায়েদ বিন হারেসার (রাঃ) সাথে হযরত যয়নবের (রাঃ) বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার পর আল্লাহর ইশারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নবকে (রাঃ) বিয়ে করেছিলেন।

৩. عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون."

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মাঝে রাতে ও দিনে পালাক্রমে ফেরেশতাগণ আসেন। তাঁরা আসর ও ফজর নামাযের সময় একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের মাঝে রাত্রি কাটান তারা উপরে উঠে যান। (আল্লাহ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন- অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে ভাল করেই জানেন- আমার বান্দাদের কিভাবে ছেড়ে আসলে? তারা (ফেরেশতাগণ) বলেন, আমরা তাদেরকে নামায আদায় অবস্থায় ছেড়ে এসেছি আর যখন তাদের কাছে এসেছিলাম তখনো তারা নামায পড়ছিল।' (বুখারী)

এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'ফেরেশতারা উপরে উঠে যান।'

৪. মহান আল্লাহ যে সর্বত্র বিরাজমান নন বরং তিনি সপ্তম আকাশের উপরে আরশে অবস্থান করছেন তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসরা ও মিরাজ। তাঁর ইসরা ও মিরাজের ঘটনা কুরআন ও সহী সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম আকাশ, দ্বিতীয় আকাশ, তৃতীয় আকাশ এভাবে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপার হাদীসের শব্দ হচ্ছে– عَرَجَ بِـهِ (তাঁকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে)। সপ্তম আকাশের পর তাঁকে আরো উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাদীসের ভাষায়-

"ثم علابه فوق ذلك بما لايعلمه الا الله حتى جاء سدرة المنتهى."

'তারপর তাঁকে তারো (সপ্তম আকাশ) উপরে উঠানো হয়েছে। (যার দূরত্ব) আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। অবশেষে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন।' (বুখারী)

কুরআন-সুন্নাহর উল্লিখিত সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ দলীল ও প্রমাণসমূহের পরও কোন মুসলমান কি একথা বলতে পারে যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান? এ ধরনের মত ও বিশ্বাস সুস্পষ্ট গোমরাহী। কারণ তা কুরআন ও হাদীস পরিপন্থী।

## ৩. প্রশ্ন ঃ কুরআন ও সহী সুন্নাহতে উল্লেখিত দলীল ও প্রমাণের মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে আল্লাহ সপ্তম আকাশের উপর তার মহান আরশে অধিষ্ঠিত। এর পক্ষে আমাদের বাস্তব জীবন থেকে কি কোন প্রমাণ আছে?

**উত্তর ঃ** কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত যে কোন বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব। তা বোধগম্য হউক বা না হোক। তবে তার পক্ষে যদি যুক্তি থাকে ও বাস্তব জীবন থেকে তার পক্ষে সমর্থন মিলে তাহলে তার প্রতি ঈমান আরো মজবুত ও দৃঢ় হয়। আল্লাহর 'উপরে' অবস্থানের প্রতি মানুষের সৃষ্টিগত ও স্বভাবসম্মত স্বীকৃতি রয়েছে। কেউ যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে তখন সে উপরের দিকে হাত তোলে!

এমনকি যারা 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান' আকীদা পোষণ করে তারাও দোয়ার সময় দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে দেয় না বরং হাত দু'টো উপরের দিকে তুলে ধরে।

যখন একজন লোক আরেকজনের সাথে অন্যায়, অপরাধ ও জুলুম করে তখন অপর লোকটি বলে ওঠে 'উপর ওয়ালা তোমার বিচার করবে।' অনেকে বলে থাকে, 'উপর ওয়ালার ইচ্ছা।' 'উপর ওয়ালা যা ইচ্ছা তাই করেন।' এ 'উপর ওয়ালা'ই হলেন মহান আল্লাহ। কেউ যখন একান্তে আল্লাহকে ভাবে তখন সে উপরের দিকে তাকায়।

এ থেকে বুঝা গেল মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিগত বিশ্বাসও হচ্ছে 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান' নন। তাঁর অবস্থান উপরে। আর সে 'উপর'ই হচ্ছে 'আরশ' যা সাত আকাশের উপর।

**৪. প্রশ্ন ঃ আল্লাহ কুরআন মজীদে এরশাদ করেছেন ঃ "اِنِّى مَعَكُمْ" নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি "وَاللّٰهُ مَعَكُمْ" আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন, "وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ" তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। আল্লাহর এ 'সাথে থাকা'র অর্থ কী?**

**উত্তর ঃ** আল্লাহর এ 'সাথে থাকার' অর্থ হচ্ছে তিনি সব জানেন, দেখেন ও শোনেন। এ 'সাথে থাকার' ব্যাখ্যা আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। তিনি মূসা ও হারুন (আঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ

"قَالَ لَاتَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَأَرَى."

'তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমরা ভয় করো না। আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি।' (৪৬ ঃ ত্বাহা)

আল্লাহর অবস্থান তাঁর আরশে, যা সপ্তম আকাশের উপর। সেখানে অবস্থান করেই তিনি সব জানেন ও প্রত্যক্ষ করেন। নিচের আয়াতে একথাটি আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

"هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَاكُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ."

'তিনি নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়, তিনি তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।' (৪ ঃ হাদীদ)

ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন, الله في السماء وعلمه في كل مكان - আল্লাহ আকাশে আর তাঁর 'ইলম' (জানা) সর্বত্র।

সূর্য আল্লাহর একটি সৃষ্টি। সূর্য নিজ অবস্থানে থেকে যদি গোটা পৃথিবীকে আলো ও তাপ দিতে পারে, তাহলে যিনি এ বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, তাঁর পক্ষে কি নিজ আরশে অবস্থান করে তাঁর বান্দাহদের সাথে -মানে তাদেরকে ও তাদের কাজ কর্ম দেখা ও জানা অসম্ভব? মোটেই না।

আর আরবী مَعَ (সাথে) অর্থ 'সহাবস্থান' হতে হবে এমনটি জরুরী নয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

"وَلاَتَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ"

'তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকবে না।' (৮৮ ঃ কাসাস)

"وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلاَ تَدْعُوْ مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا"

'নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডাকবে না।' (১৮ ঃ জ্বিন)

উল্লিখিত দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে যেন ডাকা না হয়। এই যে 'সাথে', এর অর্থ মোটেই সহ অবস্থান নয়।

**৫. প্রশ্ন ঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন "فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰه" তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই 'আল্লাহর মুখমণ্ডল' (পাবে)। এর অর্থ কী?**

**উত্তর ঃ** যারা 'আল্লাহ সর্বত্র  বিরাজমান' এ মত পোষণ করে তারা তাদের সমর্থনে এ আয়াতটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে এবং -এর অর্থ করে, 'তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান।'

এটি একটি আয়াতের অংশ বিশেষ। তারা সুকৌশলে তাদের সমর্থনে আয়াতের পূর্ববর্তী অংশ বাদ দিয়ে শুধু এ অংশটি পেশ করে। পুরো আয়াতটি হচ্ছে ঃ

"وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ."

'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহর "وَجْه" (মুখ) দেখবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ।' (১১৫ ঃ বাকারা)

তাফসীর বিশারদগণ বলেছেন যে আয়াতটি নামাযের কিবলা সংক্রান্ত বিষয়ে নাযিল হয়েছে। হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বছরের অধিককাল সময় বায়তুল মাকদাসের দিকে ফিরে নামায পড়েছেন। কিন্তু তিনি মনে মনে কামনা করতেন যেন কা'বাকে কেবলা করা হয়। তিনি আকাশের দিকে বারবার তাকাতেন। অবশেষে কাবাকে কিবলা করা হলো। এতে ইহুদীরা অসন্তুষ্ট হল। তারা নিজেদের মধ্যে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করতে লাগল। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন।

"فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْافَثَمَّ وَجْهُ اللّٰه" এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস বলেন, قبلة الله أينما توجهت شرقا أوغربا পূর্ব-পশ্চিম যে দিকেই মুখ কর তাই আল্লাহর কিবলা। তাফসীর বিশারদ মুজাহিদ বলেন, حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها وهى الكعبة যেখানেই তোমরা থাক না কেন তোমাদের জন্য রয়েছে কিবলা আর তা হলো কা'বা।

কেউ কেউ বলেছেন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে ঐ সব লোকদের ব্যাপারে যাদের কাছে কোন বিশেষ কারণে কিবলা অজ্ঞাত হয়ে পড়ে যেমন অন্ধকার, কুয়াশা ইত্যাদি। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলেন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম আমার জন্য। যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাবে সেখানেই আমার মুখ থাকবে আর তাই হচ্ছে তোমাদের কেবলা। (তাফসীরে ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত) খঃ ১ পৃঃ ১১০)

অতীতের কোন তাফসীর বিশারদই উল্লিখিত আয়াতের অর্থ 'তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান' করেননি।

## ৬. প্রশ্ন ঃ আল্লাহ 'আরশে আসীন' তাঁর হাত, মুখমন্ডল ইত্যাদি আছে। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের ইমামদের মত কী?

ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) ও হানাফী মাজহাবের ইমামগণ কুরআন ও সহী সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আকীদা বিশ্বাসের বাইরে অন্য কোন ধরনের আকীদা পোষণ করতেন না। তাঁদের আকীদা তাই ছিল যা অন্য সকল ইমাম ও আলেমদের ছিল। আর সে আকীদার উৎস ও ভিত্তি হচ্ছে কুরআন এবং সহী সুন্নাহ। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) আকীদার উপর কিতাব লিখেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন "الفقة الاكبر" (আল ফিকহুল আকবার - সবচেয়ে বড় ফিক্হ) তাঁর দৃষ্টিতে আকীদাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিক্হ। তাই তিনি তাঁর প্রণীত এ বইটির নাম দিয়েছেন 'সবচেয়ে বড় ফিক্হ'। এ বইটির ব্যাখ্যা করেছেন একজন হানাফী বিশেষজ্ঞ আলেম, যিনি মোল্লা আলী ক্বারী নামে খ্যাত।

আল্লাহ 'আরশে আসীন' সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা বলেন ঃ

نقرّ بأن الله على العرش استوى من غير ان يكون له حاجة إليه واستقرار عليه. (شرح كتاب الفقه الأكبر لملاعلي القاري)

আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ্ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন এ অবস্থায় যে, আরশের প্রতি তাঁর কোন প্রয়োজন নেই এবং এর উপর স্থির হয়ে থাকারও কোন প্রয়োজন নেই। (শরহুল ফিকহিল আকবার পৃঃ ৬১)

আকীদা তাহাবীয়্যার ব্যাখ্যাকারী ইমাম আলী বিন আবিল ইজ্জ দামেস্কী 'আল ফারুক' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

أنه سأل ابا حنيفة عمن قال لاأعرف ربى فى السماء أم فى الأرض؟ فقال : فقد كفر لأن الله يقول (الرحمن على العرش استوى) وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فان قال : إنه على العرش ولكن يقول : لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض؟ قال هو كافر لأنه أنكر انه فى السماء فمن انكر انه فى السماء فقد كفر.

তিনি (আবু মুতী, আল বালখী) বলেন যে, তিনি আবু হানীফা (রঃ)কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে বলে, আমি জানি না আমার 'রব' কোথায়, আকাশে না পৃথিবীতে? তিনি (আবু হানীফা) বললেন ঃ সে কাফের। কেননা আল্লাহ বলেন ঃ 'করুণাময় (আল্লাহ) আরশের উপর আসীন হয়েছেন।' আর তাঁর আরশ হচ্ছে সাত আকাশের উপর। আমি বললাম, যদি সে বলে আল্লাহ আরশের উপর। তবে আরশ কি আকাশে না পৃথিবীতে তা আমি জানি না। তিনি (আবু হানিফা (রঃ) বলেন, সে কাফের, কেননা আল্লাহ্ যে আকাশে সে তা অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ যে আকাশে, যে একথা অস্বীকার করে সে কাফের।' (শরহ আকীদা তাহাবিয়া পৃঃ ৩৮৭)

যারা ইমাম আবু হানীফা (রঃ)কে ইমাম হিসেবে মানে অথচ ধারণা করে যে, 'আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান।' ইমাম আবু হানীফা (রঃ)র এ রায় অনুযায়ী নিজেদের সম্পর্কে তারা কী বলবেন?

ইমাম আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহাবী (যিনি ইমাম তাহাবী নামে খ্যাত) হানাফী মাজহাবের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। তিনি তিনি বলেন ঃ

والمعراج حق وقد أسرى بالنبى صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه

في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العُلا.

মি'রাজ সত্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করানো হয়েছিল এবং জেগে থাকা অবস্থায়ই তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, তাঁর পর আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী আরো উপরে। (শরহ আকীদা তাহাবিয়া পৃঃ ২৭০)

ইমাম তাহাবী প্রণীত 'আকীদা তাহাবিয়্যার' ব্যাখ্যাকারী ইমাম ইবনু আবিল ইজ্জ দামেশকী 'আল্লাহর অবস্থান উপরে' তিনি 'আরশে আসীন' এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ থেকে আঠারটি দলীল পেশ করেছেন। দলীলগুলো পেশ করে তিনি বলেছেন ঃ

وهذه الأنواع من الأدلة لو بُسِطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك.

এসব দলীল প্রমাণের বিভিন্ন দিকগুলো আরো ব্যাপক পর্যালোচনা করলে প্রায় এক হাজার দলীলে পৌঁছবে। অতএব যে ব্যাখ্যা করে দলীলের মূল অর্থকে অকার্যকর করতে চায় তার উচিত এসব দলীল প্রমাণের প্রত্যেকটির জবাব দেয়া। কিন্তু এগুলোর কোন একটিরও সঠিক জবাব দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। (শরহ আকীদা তাহবিয় পৃঃ ৩৮১-৩৮৬)

## ৭. প্রশ্ন ঃ 'আল্লাহ্ আরশে আসীন'- বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূলনীতি কী?

আল্লাহর নাম, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বিশ্বাসের ব্যাপারে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূলনীতি হলো কুরআনে আল্লাহ নিজে তাঁর যেসব নাম, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যেসব নাম, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, কোন সাদৃশ্যতা ও তুলনা ছাড়া সেগুলো বিশ্বাস করা। কোন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়ে মূল অর্থকে অকার্যকর না করা। আকৃতি ও ধরন নির্ধারণ না করা। ইমাম হাফেজ আল জাহাবী তাঁর 'আল উলু' (العلو) গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন—

عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم : أنها قالت فى قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والاقرار به ايمان والجحود به كفر. (رواه ابن المنذر واللالكائى وغيرهما بأسانيد صحيحة)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালমা (রাঃ) আল্লাহর বাণী "اَلرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" (করুণাময় (আল্লাহ) আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন) এর প্রসঙ্গে বলেছেন "استواء" (অধিষ্ঠিত হওয়া) অপরিচিত (শব্দ) নয় তবে এর ধরনটা বোধ গম্য নয়। এটি স্বীকার করাই ঈমান আর অস্বীকার করা কুফরী। (ইবনুল মুনজির, আল লালেকায়ী ও অন্যরা বিশুদ্ধ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন)

একাধিক বর্ণনায় এসেছে যে ইমাম মালেক (রঃ)কে জনৈক ব্যক্তি "اَلرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" (করুণাময় (আল্লাহ) আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন) এ আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল "كيف استوى" কিভাবে তিনি আরশে আসীন হয়েছেন? ইমাম মালেক মাথা ঝাকিয়ে মানে রেগে গিয়ে জবাব দিলেন– "الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسوال عنه بدعة."

আসীন ও অধিষ্ঠিত হওয়া বিষয়টি সুস্পষ্ট, ধরন অস্পষ্ট, এ কথার উপর (মানে আল্লাহ যে আরশে আসীন হয়েছেন) ঈমান আনা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদআত। এভাবেই হাত, পা, মুখ ইত্যাদির উপর ঈমান আনতে হবে। মোল্লা আলী কারী (রঃ) 'শরহি ফিকহ আকবার' গ্রন্থে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেছেন, এটি হচ্ছে সালাফ মানে মুসলিম উম্মাহর অতীত ইমাম ও আলেমদের নীতি যা সবচেয়ে সঠিক।

**৮. প্রশ্ন ঃ 'আল্লাহ আরশে আসীন' বিষয়ের আলোচনা কি ছোট খাট বিষয়?**

**উত্তর ঃ** আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন। তিনি আরশে আসীন। আর আরশ হচ্ছে সপ্তম আকাশের উপর। এ ধরনের আলোচনাকে অনেকে ছোট খাটো

বিষয় বলে এড়িয়ে যান। আসলে কি আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা ছোট খাট বিষয়? এটি কি আকীদার মৌলিক বিষয় নয়? আল্লাহকে খালেক, মালেক, রিযকদাতা, আইন ও বিধানদাতা হিসেবে বিশ্বাস করা যেমন ঈমানের দাবী। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ যে 'আরশের উপর আসীন' এ বিশ্বাসও ঈমানের দাবী। যারা আল্লাহকে নিজেদের রব ও ইলাহ হিসেবে মানে, 'আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানে ও তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তারা কি 'আল্লাহ্ আরশে আসীন', সর্বত্র বিরাজমান নন এ বিশ্বাসকে ও এ বিষয়ের আলোচনাকে ছোট খাট বিষয় বলতে পারেন? এটি কি-

"اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ".

'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশ অবিশ্বাস কর?' (৮৫ ঃ বাকারা)

এ আয়াতের আওতায় পড়ে না? আল্লাহ কুরআন মজীদে সাতবার বলেছেন, তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত। এছাড়াও অনেক আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, 'আল্লাহর অবস্থান উপরে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রশ্নের উত্তরের মধ্য দিয়ে ঈমানের পরীক্ষা নিয়েছেন সে প্রশ্ন ও তার জবাবকে কোন মুসলমান ছোট খাট বিষয় বলে উপেক্ষা করতে বা এড়িয়ে যেতে পারে না।

عن معاوية بن الحكم السلمى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للجارية "أين الله؟ قالت : فى السماء، قال "من أنا؟" قالت : أنت رسول الله، قال : "اعتقها فانها مؤمنة"

মুআবিয়া বিন আলহাকাম আসসালামী থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসীনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ কোথায়?' সে বলল, আকাশে। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কে?' সে বলল, 'আপনি আল্লাহর রাসূল।' (রাসূল) বললেন, 'তাকে মুক্ত করে দাও কেননা সে ঈমানদার।' (বায়হাকী, দারামী)

# শির্ক

## ১. প্রশ্ন ঃ শির্ক কী? শির্ক কত প্রকার ও কী কী?

**উত্তর ঃ** আকীদার পরিভাষায় তাওহীদ হচ্ছে– আল্লাহর সাথে সকল বিষয়ে আল্লাহকে একক মর্যাদা প্রদান। শিরক হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। شِرْكٌ (শিরক) মানে অংশ বা অংশীদার বানানো। ইংরেজীতে এর অনুবাদ করা হয়েছে polytheism (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস) شريك অংশীদার sharer, partner associate. আকীদার পরিভাষায় 'শিরক' হচ্ছে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কোন বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রয়োগ করা।

ইমাম কুরতবী বলেন, শিরকের মূল বিষয় হলো আল্লাহর নিরঙ্কুশ প্রভুত্বে কারো অংশীদারিত্বের আকীদা পোষণ করা।

**শিরকের প্রকারভেদ ঃ**

তাওহীদের আলোচনায় আমরা জেনেছি যে তাওহীদ তিন প্রকার।

১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ-মানে আল্লাহর কর্ম, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে তাঁকে একক মর্যাদা প্রদান।

২. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ - মানে আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী তথা মানার ক্ষেত্রে তাঁকে একক মর্যাদা প্রদান।

৩. তাওহীদুল আসমা অস্‌সিফাত- মানে আল্লাহর নাম, গুণাবলী ও বৈশিষ্টসমূহে তাঁকে একক মর্যাদা প্রদান।

তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত চেতনা, বিশ্বাস ও আচরণ হচ্ছে শিরক। তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর সাথে সংশিষ্ট সকল বিষয়ে আল্লাহকে একক মর্যাদা প্রদান আর শিরক হচ্ছে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কোন বিষয় অন্য কারো জন্য প্রয়োগ করা।

### তাই তাওহীদের মত শিরকও তিন প্রকার

১. শিরক ফিররুবুবিয়্যাহ (الشرك في الربوبية)

২. শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ (الشرك فى الألوهية)

৩. শিরক ফিল আসমা অসফিফাত (الشرك فى الأسماء والصفات)

**এক. শিরক ফিররুবুবিয়্যাহ** হচ্ছে আল্লাহর কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বে কাউকেও তাঁর সমকক্ষ মনে করা। আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় অন্য কাউকে অংশীদার বানানো। আল্লাহর স্ত্রী বা ছেলে আছে বলে মনে করা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আল্লাহর অনুরূপ ক্ষমতা আছে বলে ধারণা করা। যেমন এ ধারণা করা যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ করা বা বিপদ আপদ থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখে। রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে, মনের কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারে, নিঃসন্তানকে সন্তান দিতে পারে, অভাবীর অভাব দূর করতে পারে ইত্যাদি।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইন ও বিধানদাতা মনে করাও এ পর্যায়ের শিরক। কারণ সৃষ্টির মত আইন ও বিধান প্রদানের ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে তাঁর। তিনি এরশাদ করেন ঃ

"اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ"

'সাবধান! সৃষ্টি তাঁর এবং হুকুম ও বিধানও তাঁরই।' (৫৪ ঃ আরাফ)

কোন ব্যক্তি, ব্যবস্থা, কর্তৃপক্ষকে আইন ও বিধান দাতা মনে করা বা আইনের উৎস মনে করা শিরক। আর এ শিরক হচ্ছে শিরক ফিররুবুবিয়্যাহ-মানে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় শিরক।

**দ্বিতীয় ধরনের শিরক হচ্ছে শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ।** ইবাদতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করার নাম 'শিরক 'ফিল উলুহিয়্যাহ।' এ ধরনের শিরককে 'শিরক ফিল ইবাদত'ও বলা হয়। ইমাম কুরতবী (রাঃ) বলেন, ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করাই হচ্ছে মূল শিরক। এটি সবচেয়ে জঘন্য শিরক। আর এটিই জাহেলী যুগে প্রচলিত শিরক। ইমাম কুরতবী এ শিরককে মূল শিরক ও সবচেয়ে জঘন্য শিরক বলার করাণ হচ্ছে জাহেলী যুগের কাফির ও মুশরিকরা এ শিরকেই লিপ্ত ছিল। তাঁরা আল্লাহকে একক রব সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, সন্তানদাতা, বিপদ সঙ্কট থেকে উদ্ধারকারী হিসেবে বিশ্বাস করতো ও স্বীকার করতো। কুরআনে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে, যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এ শিরকের সাথে পূর্ববর্তী 'শিরক ফিররুবুবিয়্যাতে'র সম্পর্কে হচ্ছে শিরক ফিররুবুবিয়্যাহ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আছে বলে ধারণা ও বিশ্বাস করা আর শেষোক্ত শিরক হচ্ছে ঐ ধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাকে মানা। আল্লাহর কাছে যেমন সাহায্য চাওয়া তেমনি অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া। যেমন বিপদ ও সঙ্কটে পড়লে পীরের কাছে বা মাজারে গিয়ে পরিত্রাণ চাওয়া। বাবা-খাজার দরবারে গিয়ে সন্তান কামনা করা। পীর ও মাজারকে সিজদা করা। এসব হচ্ছে 'শিরক ফিল ইবাদাত।' আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা বা বিপদে সঙ্কটে অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া যেমন শিরক তেমনি দোয়ায় অন্য কাউকে অসিলা বানানোও শিরক।

**'শিরক ফিল ইবাদত'** দুই প্রকার। একটি হচ্ছে 'শিরকে আকবার' আরেকটি হচ্ছে 'শিরক আসগর'।

**'শিরক আকবার'**– মানে বড় শিরক হচ্ছে আল্লাহকে যে ভাবে মানা হয় ও ডাকা হয় সেভাবে কাউকে মানা ও ডাকা। যে বিশ্বাসে আল্লাহর কাছে সাহায্য, সম্পদ ও সন্তান চাওয়া হয়, সেভাবে কারো কাছে সাহায্য, সম্পদ ও সন্তান চাওয়া। আল্লাহকে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে ভালবাসা হয়, সেভাবে অন্য কাউকে ভালবাসা। আল্লাহকে যে ভাবে ভয় করা হয়, সে ভাবে অন্যকে ভয় করা, পীর ও মাযারে সিজদা করা। মাযারের দিকে মুখ করে নামায পড়া। এ ধরনের শিরক সংশ্লিষ্ট লোককে ইসলামের সীমানা থেকে বের করে দেয়। মানে এ ধরনের শিরক করলে মুসলমান থাকা যায় না।

**'শিরক আসগর'**– মানে ছোট শিরক হচ্ছে এমন শিরক যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলামের সীমা থেকে বের করে দেয় না। শিরকে আসগরের কয়েকটি উদাহরণ হলো–

রিয়া বা প্রদর্শনিচ্ছায় ইবাদত করা, ইবাদতে ইখলাস বা নিষ্ঠা না থাকা, আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা, 'যদি আল্লাহ ও আপনি চান', 'আপনি না থাকলে আমার এ অসুবিধা হয়ে যেত' ইত্যাদি কথা বলা।

তৃতীয় ধরনের শিরক হচ্ছে তাওহীদুল আসমা অস্‌সিফাত মানে আল্লাহর নাম, গুণাবলীতে শিরক। এ শিরক কয়েক ধরনের হতে পারে। আল্লাহর গুণাবলী ও বৈশিষ্টের সাথে সৃষ্টির গুণাবলী ও বৈশিষ্টের তুলনা করা যেমন এ ধরনের কথা বলা যে, আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মত, আল্লাহর চোখ আমাদের চোখের মত ইত্যাদি।

আল্লাহর গুণ ও বৈশিষ্ট তাঁর কোন সৃষ্টিরও আছে বলে মনে করা, যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 'গাইব' জানে বলে মনে করা। কেননা আল্লাহই একমাত্র গাইব (অদৃশ্য বিষয়) জানেন, অন্য কেউ নয়।

আল্লাহর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়, এসব শব্দ অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা। যেমন শুধু আল্লাহকে আমার ত্রাণকর্তা (غوث) হিসেবে বিশ্বাস করি, তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ত্রাণকর্তা বলা এ জাতীয় শিরক। মহাত্রাণকর্তা (গাওসে আযম) বলার তো প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহর এমন কিছু নাম রয়েছে যেগুলো বিশেষভাবে তাঁর জন্যই ব্যবহার হয়ে থাকে, এ ধরনের নামে কারো নাম রাখাও এক পর্যায়ের শিরক। যেমন হাকাম (ফায়সালা কারী) আল্লাহর একটি নাম, তাই কোন মানুষের এ নাম রাখা যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের একটি নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

عن أبى شريح أنه كان يسمى أبا الحكم فقال له النبى صلى عليه وسلم : "ان الله هوالحكم وإليه الحكم." فقال : ان قومى اذااختلفوا فى شيئ آتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين فقال : "ما أحسن هذا فمالك من الولد" فقلت شريح ومسلم وعبد الله قال : "فمن أكبرهم؟" قلت شريح قال : "أنت أبو شريح."

আবু শুরাইহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে তাকে আবুল 'হাকাম' নামে ডাকা হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'আল্লাহই তো হাকাম (চূড়ান্ত ফায়সালাকারী), তাঁর দিকেই হুকুম ফিরে যায়।' তখন তিনি বললেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন বিষয়ে

মতবিরোধ করলে তারা আমার কাছে আসত, আমি তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিতাম। এতে উভয় পক্ষই খুশি হত। (এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'একাজ কতইনা উত্তম।' তোমার কোন সন্তান আছে? আমি বললাম, শুরাইহ, মুসলিম ও আবদুল্লাহ নামে তিনটি ছেলে আছে। তিনি বললেন 'তাদের মধ্যে বড় কে?' আমি বললাম 'শুরাইহ' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি আবু শুরাইহ।' (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

**২. প্রশ্ন ঃ মানুষের স্বভাবজাত (ফিতরাতী) বিশ্বাস তাওহীদ না শিরক?**

**উত্তর ঃ** 'তাওহীদ'– মানে আল্লাহকে একক মর্যাদা দেয়া মানুষের স্বভাবসম্মত বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের উপরই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

"فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ".

'তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজের মুখমণ্ডলকে দ্বীনের দিকে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর ফিতরাত (প্রকৃতির) অনুসরণ কর, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সুদৃঢ় ও সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানেনা।' (৩০ ঃ রূম)

ডঃ মুহাম্মদ তকীউদ্দীন হিলালী ও ডঃ মুহাম্মদ মুহসিন খান কর্তৃক অনুদিত কুরআন মজীদের ইংরেজী অনুবাদে আল্লাহর ফিতরাতের অনুবাদ করা হয়েছে Allah's Islamic Monotheism. তাঁরা তাফসীরে তাবারীর সূত্রে এ অনুবাদ করেছেন।

আল্লামা ইবনে কাছীর তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত আয়াতে "فطرت الله التي فطر الناس عليها" এর ব্যাখ্যায় বলেন –

لازم فطرتك الإسلامية التي فطر الله الخلق عليها فانه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لاإله غيره .

'তুমি তোমার নিখুঁত প্রকৃতি ও স্বভাবকে আঁকড়ে ধর, যে প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর আল্লাহ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর মা'রেফাত মানে পরিচয়, তাওহীদ এবং তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই- এ বিশ্বাসের উপর সৃষ্টি করেছেন।' (তাফসীরে ইবনে কাছীর (সংক্ষিপ্ত) খঃ ৩, পৃঃ ৫৩-৫৪)

আল্লামা শওকানী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ

الفطرة فى الأصل الخلقة والمراد بها هنا الملة وهى الاسلام والتوحيد.

'ফিতরাতের মূল অর্থ সৃষ্টি। এখানে ফিতরাত মানে মিল্লাত। আর তা হচ্ছে ইসলাম ও তাওহীদ।' (ফাতহুল কাদীর খঃ ৪, পৃঃ ২২৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

"كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ."

'প্রতিটি মানব সন্তানই তার সহজাত প্রকৃতি তথা তাওহীদের উপর জন্মগ্রহণ করে।' (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরো এরশাদ করেন ঃ

"يَقُوْلُ اللّٰهُ اِنِّىْ خَلَقْتُ عِبَادِىْ حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا اَحَلَلْتُ لَهُمْ". (رواه مسلم عن عياض بن حمار)

'আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহদেরকে আমি আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত (তাওহীদমুখী) করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তানেরা তাদরেকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি তা হারাম করে দিয়েছে।' (মুসলিম)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দু'টি থেকে প্রমাণিত হলো যে, মানুষের জন্মই হয়েছে তাওহীদের উপর। তাই তাওহীদি চেতনা তার স্বভাবের মধ্যে মিশে আছে। সৃষ্টি ও স্বভাগত এ বিশ্বাসের কারণেই মানুষ শিরক করেও সর্বময়

ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে কিন্তু একজনকেই মানে। আর তিনি হলেন বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও মালিক আল্লাহ। স্বভাবসুলভ এ বিশ্বাসের কারণেই সে বিপদ ও সঙ্কটে একমাত্র আল্লাহর কাছেই ধরনা দেয়। কুরআন মজীদে বিভিন্ন আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

"وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ."

'মানুষকে যখন কোন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন তাদের রবের দিকে ঝুঁকে পড়ে শুধু তাঁকেই ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদের তাঁর করুণা আস্বাদন করান তখন তাদের একটি দল তাদের রবের সাথে শিরক করে।' (৩৩ ঃ রূম)

"فَاِذَا مَسَّ الاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّه مُنِيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَه نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوْا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّه أَنْدَادًا."

'মানুষকে যখন দুঃখ দুর্দশা স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার রবকে ডাকে। পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে ভুলে যায় যে ইতিপূর্বে যার সাহায্যের জন্য সে ডেকেছিল তাকে এবং আল্লাহর সাথে শরীকসমূহ বানায়।' (৮ ঃ যুমার)

"وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ الاَّ اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجّكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الاِنْسَانُ كَفُوْرًا."

'সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাদেরকে তোমরা ডাক তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে নিয়ে আসেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।' (৬৭ ঃ বনী ইসরাইল)

কুরআন মজীদে এ ধরনের আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেমন ১২ ঃ ইউনুস, ৬৫ ঃ আনকাবুত, ৩২ ঃ লুকমান, ৪৯ ঃ যুমার।

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানুষের স্বভাবজাত বিশ্বাস তাওহীদ, শিরক নয়।

### ৩. প্রশ্ন ঃ মানব সমাজে শিরকের সূচনা হয়েছে কিভাবে?

**উত্তর ঃ** আল্লাহ মানুষকে তাওহীদের উপর সৃষ্টি করেছেন। 'আলামুল আরওয়াহে' (আত্মার জগতে) তাদের কাছ থেকে তিনি এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন।

**ইরশাদ হচ্ছে ঃ**

"وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيْنَ."

'আর যখন তোমার রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং তাদের নিজেদেরকে সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করালেন। আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, অবশ্যই আমরা অঙ্গীকার করলাম। আর তা এ জন্য যে, কিয়ামতের দিন তারা যেন বলতে না পারে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।' (১৭২ ঃ আরাফ)

**ইমাম শাওকানী বলেন ঃ** প্রতিশ্রুতি গ্রহণ মানে তাওহীদের প্রতিশ্রুতি। 'আমরা এ বিষয়ে অবগত ছিলাম না' অর্থাৎ এ ব্যাপারে আমাদরে কোন জ্ঞান ছিল না যে, একমাত্র আল্লাহই আমাদের রব তাঁর কোন শরীক নেই।

**ইবনে কাছীর বলেন ঃ** আগে পরের অনেক বিজ্ঞজনই বলেছেন যে, এ সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়টি বোঝান যে, আল্লাহ তাদেরকে তাওহীদের উপর সৃষ্টি করেছেন। ইমাম শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এখানে পুরো বিষয়টি তাওহীদ ও শিরককে কেন্দ্র করে আবর্তিত। একক আল্লাহর রাবুবিয়াত তথা প্রভুত্বের স্বীকৃতি মানব জাতির এমন এক সহজাত প্রকৃতি- যে প্রকৃতিতে তাঁকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাই তাওহীদ হচ্ছে মানুষের স্বভাবজাত বিশ্বাস। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষ স্বভাবজাত এ তাওহীদী বিশ্বাসের উপর দৃঢ় ছিল। এ দীর্ঘ সময়ে তাওহীদ পরিপন্থী শিরক বা অন্য কোন ভ্রান্তি সম্পর্কে মানুষের আদৌ ধারণা ছিল না। হযরত ইকরামা বলেন, হযরত আদম (আ.) ও নূহের (আ.) মাঝে দশ শতাব্দীকাল ধরে মানুষ ইসলাম তথা তাওহীদের উপর ছিল। তাই

তাওহীদই হচ্ছে মানব সমাজের আদি ও মূল বিশ্বাস। শিরক একটি আপতিত বিশ্বাস। কিছু বিভ্রান্ত লোকের ধারণা যে, শিরক হচ্ছে মৌল বিশ্বাস আর যুগের বিবর্তন ও শিক্ষার ক্রম-উন্নয়নে তাওহীদ আপতিত বিশ্বাস। এটা নিছক একটি ভ্রান্ত ধারণা। এ ধারণার পিছনে না প্রমাণ আছে না যুক্তি।

দুনিয়ার প্রথম শিরক সংঘটিত হয়েছিল নূহের (আ.) কাওমে। আর তা হয়েছিল সৎ ও বুযর্গ লোকদের প্রতি তাদের অতিমাত্রায় ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

"وَقَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا."

'তারা বলল ঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করো না, আর তোমরা ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক এবং নাসরকে ত্যাগ করো না।' (২৩ ঃ নূহ)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস বলেন–

هذه أَسماءُ رجالٍ صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسمُّوها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك أولائك ونسى العلمُ عُبِدَت.

এ আয়াতে যে ক'টি নাম এসেছে এগুলো নূহের (আ.) কাওমের বুযর্গ লোকদের নাম। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান ঐ কাওমের লোকদের প্ররোচিত করল তারা যেন ঐসব বুযর্গগণ যেসব আসনে বসতেন সেখানে তাদের প্রতিমা বানিয়ে রাখে এবং তাদের নামে ওগুলোর নামকরণ করে। তারা তাই করলো। তবে এগুলোর উপাসনা হতো না। এসব লোকের মৃত্যুবরণের পর ক্রমান্বয়ে তাওহীদের জ্ঞান বিস্মৃত হলো, তখন এগুলোর উপাসনা ও পূজা হতে লাগল (বুখারী)।

এ আয়াতের তাফসীরে ইসমাঈল ইবনে কাসীর প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে জারিরের সূত্রে আরেকটি বর্ণনা পেশ করেছেন। তা হলো মুহাম্মদ বিন

কাইস বলেন, আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ আদম (আ.) ও নূহের (আ.) মাঝামাঝি সময়ের বুযর্গ ও নেকবান্দাহ ছিলেন। তাঁদের ছিল অনেক অনুসারী। তাঁরা যখন মৃত্যুবরণ করলেন তখন তাঁদের অনুসারীগণ নিজেরা বলাবলি করল, আমরা যদি এসব বুযর্গের ছবি বানিয়ে নেই তাহলে তাঁদের স্মরণ করে ইবাদতের প্রতি আমরা আরো বেশী উৎসাহবোধ করব। এ ধারণায় তারা বুযর্গদের ছবি তৈরি করল। এসব অনুসারীদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের বংশধরদের এ প্ররোচনা দিল যে, তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা এদের উপাসনা করত, এদের মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য ফরিয়াদ করত- এভাবে তারা এদের উপাসনা করতে লাগলো। এভাবেই মানব সমাজে শিরকের আবির্ভাব ঘটল।

**৪. প্রশ্ন ঃ শিরকের কারণ কী?**

**উত্তর ঃ** শিরকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিম্নে পেশ করা হলো।

**১. আল্লাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ঃ** এটি শিরকের সবচেয়ে বড় কারণ। আল্লাহ যে কত বড়, কত মহান, তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যে কতটা ব্যাপক ও বিশাল এ ধারণাই অনেকের নেই। আল্লাহর মর্যাদা, ক্ষমতা, শক্তি, পরাক্রমশীলতার ব্যাপকতা সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা সুস্পষ্ট ধারণার অভাব মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়।

কুরআন মজীদে তিন জায়গায় একটি বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। বাক্যটি হলো "مَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِه" এর দু'টো অর্থ হতে পারে একটি অর্থ হল 'তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা নিরূপণ করতে পারেনি।' আরেকটি অর্থ হল 'তারা আল্লাহকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেনি'। ডঃ মুহাম্মদ তকী উদ্দীন হিলালী ও ডঃ মুহাম্মদ মুহসিন বাক্যটির অর্থ ইংরেজিতে এভাবে করেছেন, They did not estimate Allah with an estimation due to Him.

উল্লিখিত বাক্যটি যে তিনটি আয়াতে এসেছে তার মধ্যে দু'টিই হচ্ছে শিরকের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

"يَا اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَه اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ

دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَه وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَيَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ. مَاقَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِه اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ."

'হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো। তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। যে চায় ও যার কাছে চায়, উভয়ই দুর্বল। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা নিরূপণ করতে পারেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশীল।' (৭৩-৭৪ ঃ হজ্ব)

"وَلَقَدْ أُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْوَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ. وَمَاقَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِه وَالاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ."

'তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওয়াহী করা হয়েছে যদি শিরক কর তবে তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। বরং আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও। তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা নিরূপণ করতে পারেনি বা আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি উর্ধ্বে।' (৬৫-৬৭ ঃ যুমার)

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, যারা শিরক করে তাদের এ শিরকের কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহর শক্তি, ক্ষমতা, মর্যাদা যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে না। যারা আল্লাহকে যথাযথ চেনে, তার

সঠিক পরিচয় জানে, তাঁর মর্যাদা ও ক্ষমতা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে, তাঁকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে, তারা আল্লাহর সাথে কোন অবস্থায়ই শিরক করতে পারে না।

**২. শিরকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে কারো সম্মান মর্যাদার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ঃ** আরবীতে এটিকে বলা হয় غُلُوٌّ ইংরেজিতে এর অর্থ করা হয়েছে Exceeding of proper bounds. সম্মান, মর্যাদা এবং ভক্তি শ্রদ্ধার সীমা লঙ্ঘন শিরকের দিকে ঠেলে দেয়ার অন্যতম কারণ। কুরআন মজীদে আল্লাহ غُلُوٌّ তথা বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন ঃ

"يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لاَتَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلاَتَقُوْلُوْا عَلَى اللّهِ اِلاَّ الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّهِ وَكَلِمَتُه اَلْقهَا اِلى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ فَامِنُوْا بِاللّهِ وَرَسُوْلِه وَلاَتَقُوْلُوْا ثَلاَثَةٌ. اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَا اللّهُ اِلهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَه اَنْ يَكُوْنَ لَه وَلَدٌ. لَه مَافِى السَّموَاتِ وَمَافِى الاَرْضِ وَكَفى بِاللّهِ وَكِيْلاً."

'হে আহলি কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা সীমা লঙ্ঘন করো না। এবং আল্লাহর ব্যাপারে সঙ্গত বিষয় ছাড়া কথা বলো না। নি:সন্দেহে মরিয়মপুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং রূহ-তাঁর কাছ থেকেই আগত। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক। একথা পরিহার কর। তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। নি:সন্দেহে আল্লাহ একক ইলাহ। সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই জন্য। আর কর্ম বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।' (১৭১ ঃ নিসা)

"قُلْ يَااَهْلَ الْكِتَابِ لاَتَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَتَتَّبِعُوْا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ"

'বল! হে আহলি কিতাবগণ, তোমরা নিজেদের ধর্মে বাড়াবাড়ি বা সীমা লঙ্ঘন করো না। এবং তোমরা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। আর তারা সঠিক সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।' (৭৭ ঃ মায়েদা)

এখানে লক্ষণীয় যে প্রথম আয়াতে 'সীমা-লঙ্ঘন' করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর ঈসা বিন মরিয়মকে আল্লাহর রাসূল বলা হয়েছে। আল্লাহকে তিনের এক বলতে বারণ করা হয়েছে। আল্লাহই একমাত্র ইলাহ, বলা হয়েছে। এতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, 'সীমা-লঙ্ঘন'ই ঈসা বিন মরিয়মকে ঘিরে বিভ্রান্ত আকীদার মূল কারণ।

দ্বিতীয় আয়াতে 'সীমা-লঙ্ঘন' করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর যারা ভ্রান্ত ও যারা ভ্রান্ত করে তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে সীমা-লঙ্ঘন বা বাড়াবাড়িই হচ্ছে গুমরাহীর কারণ। পুরো কুরআন মজীদে "غُلُوّ" বাড়াবাড়ি বা সীমা-লঙ্ঘন বিষয়ক আয়াত এ দু'টোই।

ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান-মর্যাদায় অতিরঞ্জন এক ভয়ানক মানসিক ব্যাধি যা মানুষকে শিরকের দিকে ঠেলে দেয়। আর একারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে উম্মাতকে সতর্ক ও সাবধান করে বলেছেন ঃ

"اِيَّاكُمْ وَالْغُلُوّ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوّ".

'তোমরা বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধানতা অবলম্বন করবে। কেননা এ বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে।' (আহ্মাদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা)

এ ভক্তি-শ্রদ্ধার সীমালংঘনই খ্রিষ্টানদের ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করেছিল ফলে তারা আল্লাহর বান্দাহ ও নবী ঈসা (আ.)-কে মানুষ ও নবীর সীমানা থেকে বের করে নিয়ে ইলাহ তথা প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহর মত তারও উপাসনা শুরু করেছে।

এ অতিরঞ্জনের কারণেই আহলে কিতাবরা আল্লাহর স্থলে আহবার ও রুহবান তথা জ্ঞানী ও দরবেশদেরকে রব বানিয়েছে। ভক্তি-শ্রদ্ধা

আতিশয্যেই বুযর্গ লোকদেরকে তাদের মূল অবস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে আরো উপরে তাদের অধিষ্ঠিত করা হয়। তাদের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করা হয় যে, তারা উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন, তারা যেমন কারো কল্যাণ করতে পারেন আবার তাকে বিপদমুক্তও করতে পারেন। এ বিশ্বাসেই মানুষ তাদের কাছে ফরিয়াদ ও প্রার্থনা করে যেমনটি করে আল্লাহর কাছে, বিপদমুক্তির জন্য তাদের সাহায্য চায় যেমনটি চায় আল্লাহর কাছে, তাদের কবরগুলোকে তারা তাদের প্রয়োজন পূরণের আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে বানিয়ে নিয়েছে। তাই ভক্তি-শ্রদ্ধার এ বাড়াবাড়ি অতীত ও বর্তমান মুসলিম উম্মাহর জন্য এক ভয়াবহ বিপদ, যা অতীতেও তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শিরকের আবর্তে নিক্ষেপ করেছে এখনো করছে।

দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, ইমামুল মুরসালীন, রাহমাতুললিল আলামীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানা ঈমানের অনিবার্য দাবী। ইসলামের মূল ভিত্তি শাহাদাতাইন– মানে দু'টি বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া। একটি হলো 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই'। আরেকটি 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'। তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস, তাঁকে মানা, তাঁকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা ঈমান ও ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তাঁকে ঘিরেই সম্মান-মর্যাদা এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার সীমা-লঙ্ঘন ও অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। কোন অবস্থাতেই যেন তাঁকে তাঁর সম্মান-মর্যাদার মূল অবস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করা না হয়। তাই আল্লাহ তাঁকে দিয়ে বলিয়েছেন ঃ

"قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلهُكُمْ اِلهٌ وَّاحِدٌ"

'বল! আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওয়াহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র একজনই।' (১১০ ঃ কাহাফ)

" قُلْ لاَاَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّهِ وَلاَاَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَاَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَايُوْحى اِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمى وَالْبَصِيْرُ اَفَلاَ تَتَفَكَّرُوْنَ."

'বল! আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে রয়েছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ। আমি গাইব তথা অদৃশ্য বিষয়ে অবগত নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু আমার কাছে প্রেরিত ওয়াহীর অনুসরণ করি। তুমি বল! অন্ধ ও দৃষ্টিসম্পন্ন কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না?' (৫০ ঃ আনআম)

"قُلْ لاَأَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلاَضَرًّا اِلاَّ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَ اَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ اِنْ أَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ."

'বল! আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, তবে আল্লাহ যা চান আর আমি যদি গাইব তথা অদৃশ্য বিষয় জানতাম তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম, অপরদিকে কোন অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো শুধু ঈমানদার গোষ্ঠীর জন্য একজন ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা।' (১৮৮ ঃ আ'রাফ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আনাস থেকে বর্ণিত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

" أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله والله ماأحب ان ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عزوجل."

'আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর কসম, মহান আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তোমরা আমাকে তার উপরে উঠাও তা আমি পছন্দ করি না।' (মাসনাদে আহমাদ)

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم انما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله".

'খ্রিষ্টানরা মরিয়ম পুত্রকে নিয়ে যেভাবে অতিরঞ্জন করেছে তোমরা আমাকে নিয়ে এভাবে অতিরঞ্জন করো না। আমিতো শুধু আল্লাহ্‌র একজন বান্দা। তাই তোমরা (আমার ক্ষেত্রে বল যে,) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।' (বুখারী)

**৩. শিরকের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে এ ধারণা যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের জন্য এমন অবলম্বন প্রয়োজন যা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে দেয়।** আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করে। এ ভিত্তিহীন ধারণা ও বিশ্বাস মানুষকে শিরকে পতিত করে। মানুষ তার ধারণা অনুযায়ী অন্য কোন মানুষকে মনে করে যে সে আল্লাহ্‌র খুবই প্রিয়। আল্লাহর কাছ থেকে কিছু আদায় করে দেয়ার ক্ষমতা তার রয়েছে। কখনো এ বিশ্বাস আরো মারাত্মক আকারে রূপ নেয়। সে মনে করে আল্লাহ্‌র প্রিয় এ লোকটি তার মনের বাসনা পূরণ করতে পারে। তার কল্যাণ করতে পারে। বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তাকে সন্তান-সম্পদ দিতে পারে। সর্বোপরি আখিরাতে তাকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে। এরা কিন্তু মোটেই আল্লাহকে অস্বীকার করে না। তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে অলী, বুজর্গ, গাউস(!), কুতুব, বাবা, খাজার কাছে ধরনা দেয় না। বরং তারা এসবের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করতে চায়। তারা মনে করে যে এসব আল্লাহ্‌র কাছে তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে। অতীতের মুশরিকরাও এ একই ধারণা ও বিশ্বাসে শিরক করত।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

"اَلاَلِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِىْ مَاهُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِىْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ."

'জেনে রাখ! নিখুঁত ও নির্ভেজাল 'দ্বীন' একমাত্র আল্লাহ্‌র। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অলী (উপাস্য) রূপে গ্রহণ করে (তারা বলে) আমরা তাদের ইবাদত এ জন্য করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ

বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরদের হেদায়েত দেননা।' (৩ ঃ যুমার)

মাযার, বাবা, খাজা, পীর, বুজর্গ, কুতুব, আবদাল আল্লাহর নিটকবর্তী করে দেবে। আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এদের কাছে ধরনা দিলে কেউ ফিরবেনা খালি হাতে। এ ধরনের বিশ্বাস যারা পোষণ করে তাদের এতটা মানসিক বিকৃতি ঘটে যে নির্ভেজাল তাওহীদের আলোচনা তাদের কাছে ভাল লাগে না। তাওহীদের আলোচনায় তারা মজা পায়না। তাদের এ মানসিক বিকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

"وَاِذَاذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِه اِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ."

'যখন একমাত্র আল্লাহর আলোচনা হয় তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের আলোচনা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে।' (৪৫ ঃ যুমার)

এ আয়াতের বক্তব্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা খাঁটি ও নির্ভেজাল তাওহীদের আলোচনা শোনে আনন্দ পায় না বরং বাবা, খাজা ও পীর ফকীরদের আলোচনা শোনে মজা পায় তারা আখেরাতে বিশ্বাসী নয়।

উপরে শিরকের তিনটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। আর সেগুলো হলো আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও মূল্যায়ন করতে না পারা। সম্মান-মর্যাদা ও ভক্তি শ্রদ্ধায় সীমা লঙ্ঘন এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য মাধ্যম বা অবলম্বন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ধারণা।

## ৫. প্রশ্ন ঃ শিরকের পরিণতি ও পরিণাম কী?

**উত্তর ঃ** শিরকের পরিণতি ও পরিণাম খুবই ভয়াবহ। শিরক এমন জঘন্য অপরাধ যা পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে। এটি এমন এক অপরাধ যাতে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট হন। শিরক ঈমানকে নষ্ট করে দেয়। বঞ্চিত করে দেয় পরকালীন সফলতা তথা জান্নাত

থেকে। কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত শিরকের কিছু অশুভ পরিণাম ও পরিণতি নিম্নে উপস্থাপিত হলো ঃ

### ১. জুলমে আজীম

কুরআনে শিরককে জুলমে আজীম হিসেবে চিহ্নিত করেছে। 'জুলমে আজীম'- মানে হলো বড় ধরনের অবিচার। জঘন্যতম অপরাধ। হযরত লোকমান (আ.) নিজ ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলছিলেন–

"يَابُنَيَّ لاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ."

'হে আমার স্নেহের ছেলে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। কেননা শিরক বড় ধরনের জুলম।' (১৩ ঃ লোকমান)

আল-কুরআন অন্য কোন অন্যায়-অপরাধকে জুল্‌মে আজীম হিসাবে বিবৃত করেনি। আর শিরক জঘন্যতম জুলম ও অপরাধ হবে না কেন? শিরকের মধ্য দিয়ে যে আমরা অন্য কাউকে আল্লাহর সমপর্যায়ে নিয়ে আসছি অথচ তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে বড় করে তুলেছেন। শুধু তিনিই আমাদের রিযক– আহারের ব্যবস্থা করছেন। আমাদের জন্য জমীনকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ সাদৃশ্য করে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের যাবতীয় অকল্যাণ দূর করেন। আমাদেরকে সকল ধরনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতের পরিপূর্ণতা দান করেছেন। আমরা প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করছি যে, আল্লাহর অগণিত-অসংখ্য নেয়ামত আমাদেরকে ঘিরে আছে। আল্লাহর এত সব নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর সাথে শিরক করলে তা অবশ্যই জঘন্য অবিচারই হবে।

### ২. শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ

আনুগত্যের বিপরীত হলো অবাধ্যতা। আল্লাহর হুকুম মেনে চলার বিপরীত হলো তাঁর নাফরমানী করা। মর্যাদার দিক থেকে সব নেক ও ভাল কাজ এক পর্যায়ের নয়। গুরুত্ব ও সাওয়াবের দিক থেকে এতে তারতম্য ঘটে থাকে। অনুরূপ অবাধ্যতা ও নাফরমানীও এক পর্যায়ের নয়। অপরাধের ধরন ও পরিণাম-পরিণতির দিক থেকে এতে তারতম্য ঘটে থাকে যেমন কাউকে গালমন্দ করা আর তাকে হত্যা করা এক পর্যায়ের অপরাধ নয়।

কোন অপরাধ বড় আর কোন অপরাধ ছোট। এ পার্থক্যের কারণে শরীয়তের পরিভাষায় গুনাহ দুই প্রকার। 'ছগীরা গুনাহ' ও 'কবিরা গুনাহ'। আল্লাহর আনুগত্য ও নেক কাজের শীর্ষবিন্দু হলো তাওহীদ। অপরদিকে নাফরমানী ও কবীরা গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ ও জঘন্য অপরাধ হলো শিরক। কারণ অন্যসব গুনাহের কাজে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়। আর শিরকের মাধ্যমে অন্য কাউকে আল্লাহর আসনে বসানো হয়। তাকে তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ভাগ দেয়া হয়। তাই শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ। সবচেয়ে বড় অবাধ্যতা ও নাফরমানী।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

"اَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ".

'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহটি সম্পর্কে জানাব না?' (তাঁরা বলেন) আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে সেটি জানাবেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আর পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা।' (বুখারী ও মুসলিম)

### ৩. জঘন্যতম পাপ

পরিণতি ও পরিণামের দিক থেকে গুনাহ ও শিরক হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য গুনাহ ও নাফরমানী। কেননা ইসলামী পণ্ডিতবর্গের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী কবীরা গুনাহ একজন মুসলমানকে ঈমানের সীমানা থেকে বের করে দেয় না। কিন্তু শিরক ঈমানের জন্য বিপজ্জনক ও হুমকিস্বরূপ। কেননা তাওহীদ হচ্ছে ঈমানের মূল ভিত্তি আর শিরক হচ্ছে তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ফলে শিরক করলে ঈমানের ভিত ধসে পড়ে। তাই শিরক হচ্ছে জঘন্যতম পাপ এবং ভয়ানক এক নাফরমানী।

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ : "اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ".

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর নিকট জঘন্যতম পাপ কোনটি?' জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানানো-মানে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' (বুখারী)

মানুষের উপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ ও অবদান হচ্ছে মানুষ হিসেবে তাঁর সৃষ্টি। যে আল্লাহ তাকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর এ কাজটি তিনি একাই করেছেন। অথচ সে মানুষ কতইনা অকৃতজ্ঞ, যে তাঁর একক সৃষ্টিকর্তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানাচ্ছে। তাঁর সমকক্ষ মনে করছে।

তাই যে শিরক করে, সে আসলে জঘন্যতম অপরাধ করে। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

"وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا."

'যে আল্লাহর সাথে শিরক করল, সে জঘন্য পাপ করল।' (৪৮ ঃ সূরা নিসা)

এ আয়াতের আরেকটি তরজমা হলো 'যে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল সে (আল্লাহর ব্যাপারে) মারাত্মক অপবাদ আরোপ করল।' আল্লাহ তাঁর অস্তিত্বে, শক্তিতে ও ক্ষমতায়, ক্ষমতার প্রয়োগ, গোটা বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ, সৃষ্টির যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে এক ও একক। তাঁর সাথে কাউকে শরীক (অংশীদার) বানানো হলো তাকে আল্লাহর সমপর্যায়ের মনে করা। এ উভয় ধারণাই আল্লাহর ব্যাপারে মারাত্মক অপবাদ। কারণ তিনি কোন বিষয়েই অক্ষম নন। কোন বিষয়েই তাঁর কোন ঘাটতি নেই। আর অন্য কারো তার সমকক্ষ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কেননা, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা আর সব তাঁর সৃষ্টি। স্রষ্টা আর সৃষ্টি সমকক্ষ হতে পারে না। এ কারণেই শিরক সবচেয়ে জঘন্য গুনাহ ও নাফরমানী।

## ৪. শির্ক অমার্জনীয় অপরাধ

মহান আল্লাহ্ নিজকে 'রাহ্মান ও রাহীম' এবং 'গফুর ও হালীম' হিসেবে বিশেষিত করেছেন। মানে তিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু তিনি ক্ষমাশীল ও সংযমী। তিনি তাঁর বান্দাহ্দের গুনাহ্ ও নাফরমানী ক্ষমা করে দেবেন বলে কুরআনের অনেক আয়াতে আশ্বাস বাণী শোনায়েছেন। সেই করুণাময় ও ক্ষমাশীল আল্লাহ্ই শির্কের অপরাধ ক্ষমা করবেন না বলে সতর্ক ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেন'

"اِنَّ اللّٰهَ لاَيَغْفِرُ اَنْ يُّشْرِكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ".

'আল্লাহ্ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্য অপরাধ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।' (৪৮ ও ১১৬ ঃ নিসা)

প্রথম আয়াতে অর্থাৎ ৪৮ নম্বর আয়াতে 'শির্ক' যে অমার্জণীয় অপরাধ তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে,

"وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا".

'যে আল্লাহর সাথে শির্ক করল সেতো মস্ত বড় অপরাধ করল।' এজঘন্য অপরাধে আল্লাহ্ এতবেশি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন যে, আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেন না। ১১৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

"وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا".

'যে শির্ক করল সেতো গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় অনেক দূর গড়িয়ে গেল।' কেননা 'শির্কে'র উপর আর কোন গুমরাহী নেই। আর 'শিরক' এতবড় অপরাধ ও জঘন্য ভ্রান্তি কেনইবা হবে না? যে 'শিরক' করে সে খালেক-স্রষ্টার সাথে তাঁর কোন দুর্বল সৃষ্টিকে শরীক করে। মানে সৃষ্টিকে স্রষ্টার অংশীদার বানায়। আল্লাহর জন্য সীমাবদ্ধ বিষয়কে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর কোন মখলুক তথা সৃষ্টিকে দেয়। আর এ মাখলুকের সৃষ্টি, স্থিতি, ভাল-মন্দ সব আল্লাহ্রই এখতিয়ারে। যে মাখলুককে সে আল্লাহর মর্যাদায় আসীন করে তার তো অকল্যাণ ও ক্ষতি হতে পারে। অথচ আল্লাহ্ এর উর্ধ্বে। এই মাখলুক নি'শেষ ও বিলীন হয়ে যাবে, অথচ আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি কখনো নি'শেষ হয়ে যাবেন না। তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন।

"أَيُشْرِكُوْنَ مَالاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلاَيَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَاَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ".

'তোমরা কি (আল্লাহর সাথে) তাদেরকে শরীক বানাচ্ছ যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। তদুপরি তারা নিজেরাই (আল্লাহর) সৃষ্ট আর তারা নিজেদের সাহায্যও করতে পারে না।' (১৯২ : আ'রাফ)

## ৫. শির্ক যাবতীয় নেক আমল নষ্ট করে দেয়

তাওহীদ ঈমানের মূল ভিত্তি। ফলে সকল ধরনের নেক আমলের ভিত্তিও তাওহীদ। আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হল তাওহীদ। 'শির্ক' হল তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই কারো মধ্যে 'শির্ক' থাকলে তার কোন আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। সে আমল যত বড় ধরনের ও গুরত্বপূর্ণ আমলই হোক না কেন। আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ

"وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ".

'তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে এ বিষয়ে আমি ওহী পাঠিয়েছি যে, তুমি যদি শির্ক কর তাহলে তোমার যাবতীয় আমল বরবাদ হয়ে যাবে আর তখন তুমি হবে নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।' (৬৫ ঃ যুমার)

এ আয়াত থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হল যে, সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই 'শিরক' হচ্ছে এমন একটি মারাত্মক ব্যাধি যা মানুষের নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের সকল নবী রাসূলকে 'ওহী'র মাধ্যমে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। সর্ব শেষ মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ও এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, শির্ক তাঁর আমলকে নষ্ট করে দেবে। আর তাঁর আমল হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আর তা হল রেসালতের দায়িত্ব পালন। 'আমল নষ্ট হয়ে যাবে' শুধু এতটুকু বলেই শেষ করা হয়নি। বরং আরো বলা হয়েছে, 'তুমি হবে নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।' এ কথার অর্থ খুবই স্পষ্ট। 'শিরক' যদি সব নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়। তাহলে আর কিছুই

বাকি থাকল না। আর এ অবস্থায় ক্ষতি তো অনিবার্য এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে সে বিষয়টি তাঁর উম্মাতের জন্যও প্রযোজ্য।

### ৬. 'শিরক' জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে

'শির্ক' জান্নাতকে মুমিনের জন্য হারাম করে দেয়। **অপরদিকে তাওহীদ** মুমিনের জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন ঃ

"فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ يَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ".

'আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই) বলে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন। মানে জাহান্নাম থেকে তার মুক্তি সুনিশ্চিত করে দেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

وجاء في حديث معاذ بن جبل "وحق العباد على الله أن لايعذب من لا يشرك به شيئا".

হযরত মাআজ বিন জাবাল থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহর উপর বান্দাহর হক হল, যে তার সাথে 'শিরক' করবে না, তাকে শাস্তি না দেয়া।' (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু জর থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে আছে,

وجاء عن أبى ذر مرفوعًا "وما من عبد قال لاإله الا الله ثم مات على ذلك الاّ دخل الجنة".

'যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার উপর (অটল অবিচল অবস্থায়) মৃত্যু হবে- সে জান্নাতেই প্রবেশ করবে।'

'শির্ক' এর পরিণাম ও পরিণতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। 'শির্ক' জান্নাতকে হারাম করে দেয়। আল্লাহ পার এরশাদ করেন ঃ

"اِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ"

'যে আল্লাহর সাথে 'শির্ক' করবে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেবেন। আর তার আবাস হবে জাহান্নাম। জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।' (৭২ ঃ মায়েদা)

## ৭. 'শির্ক' ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ

'শির্ক' বান্দাহকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। আকীদা বিশ্বাস, মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনায় তার পতন ঘটে। সে বিশ্বাসের সীমাহীন দিগন্তে ডিগবাজি খায়। নিজের আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে যার তার আজ্ঞাবহ হয়। যাকে তাকে পূজনীয় বরণীয় মনে করে। ফলে তার শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও সুদৃঢ় মানসিকতা গড়ে ওঠে না। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

"وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْتَهْوِى بِهِ الرِّيْحُ فِى مَكَانٍ سَحِيْقٍ".

'যে আল্লাহর সাথে শিরক করে সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ে আর (মৃতভোজী) পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে দেয়।' (৩১ ঃ হজ্ব)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে হতে পারে, যে 'শির্ক' করে সে আকীদা-বিশ্বাস চিন্তা-দর্শনে এতটা দুর্বল ও অসহায় যে, যে কেউ তাকে আজ্ঞাবহ ও অনুগত বানিয়ে তার সম্মান, ভক্তি-শ্রদ্ধা, পূজা-অর্চনা সহজেই আদায় করে নিতে পারে। আর এর বাস্তব চিত্র আমরা আমাদের চারপাশে নিয়মিত প্রত্যক্ষ করছি।

## ৮. 'শির্ক' হচ্ছে আবর্জনা আর মুশরিক হলো অপবিত্র

শির্ক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এক আবর্জনা। যে 'শির্ক' করে সে মূলত এ আবর্জনাকে নিজের মাঝে স্থান করে দেয়। ফলে সে হয়ে যায় আকীদা বিশ্বাসের দুর্গন্ধময় আবর্জনার একটি 'ডাস্টবিন'। তাই পবিত্র কুরআন এ ধরনের বিশ্বাসীদেরকে বলেছে, যে তারা নোংরা ও অপবিত্র। কুরআনে ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে, 'নাজাস'। গোটা কুরআনে এ 'নাজাস' (নোংরা ও অপবিত্র) শব্দটি মাত্র একবার এসেছে। শব্দটি ব্যবহার হয়েছে 'শির্কের' আবর্জনা বহনকারী ব্যক্তির পরিচয়ে। এরশাদ হচ্ছে,

"إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ".

'নিশ্চয়ই মুশরিকরা নোংরা ও অপবিত্র।' (২৮ : তাওবা) কুরআন অন্যকোন অপরাধ বা অপরাধীর ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার করেনি। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, শির্কের মত এত নোংরা অপরাধ আর নেই। অপরদিকে তাওহীদ হচ্ছে পবিত্র এক বিশ্বাস। যাকে কুরআন একটি উত্তম ও দৃঢ় বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছে। মালিক সেই বৃক্ষ থেকে সুস্বাদু ফল সংগ্রহ করে। আল্লাহ বলছেন,

"أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُؤْتِيْ أُكُلُهَا كُلُّ حِيْنَ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ".

'তুমি কি জাননা আল্লাহ কি ধরনের উদাহরণ পেশ করেছেন? পবিত্র কালিমা একটি উত্তম গাছের ন্যায় যার মূল খুবই দৃঢ় আর শাখা প্রশাখা উর্ধ্বকাশের দিকে প্রসারিত। সে তার প্রভুর নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।' (২৪-২৫ ঃ ইবরাহীম)

## ৯. শিরক চরম এক ব্যর্থতা

শয়তানের প্ররোচনায় দুর্বল চিত্তের লোকেরা এ আশায় আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে যে সে পরকালে তার কল্যাণে আসবে। আল্লাহর কাছে তার জন্য সুপারিশ করবে। সে তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। বিশ্বাস ও আশার এ মরীচিকায় সে শিরক করতে থাকে। শিরকের ব্যাপারে তার মধ্যে কোন পাপবোধ কাজ করে না। কারণ সে তো পরকালীন কল্যাণের উদ্দেশ্যেই শিরক করে। এ নির্বোধ বিশ্বাসের কারণে সে কখনো শিরক থেকে তাওবা করে না। আর এভাবেই একসময় সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। ফলে আখেরাতে সে এক ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হয়। তার সকল বিশ্বাস ও ধারণা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। সে দেখতে পায় দুনিয়াতে সে যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছিল তারা নিজেরাই কত অসহায়। সে তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকবে কিন্তু তার

ডাকে তারা সাড়া দেবে না। তারা তার সাথে সকল ধরনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে তাকে এড়িয়ে যাবে। আখেরাতে যে তার সকল আশা-আকাক্ষা চরমভাবে ব্যর্থ হবে এবং সে এক করুণ অবস্থার মুখোমুখি হবে কুরআনে পাকের একাধিক আয়াতে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হল:

"وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ".

'আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব, (সেদিন) যারা শিরক করেছিল তাদেরকে বলব, যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায়?' (২২ ঃ আনআম)

মজার ব্যাপার হল যখন আল্লাহ তাদেরকে এ প্রশ্ন করবেন তখন তারা আল্লাহর নামেই শপথ করে বলবে যে, তারা মোটেই শিরক করেনি।

"وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ".

'আল্লাহর শপথ যিনি আমাদের প্রভু, আমরাতো মুশরিক ছিলাম না।' (২৩ ঃ আনআম)

"وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَاكُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ".

'তোমরা আমার কাছে একাকীই এসেছ যেমনটা আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা পেছনে ফেলে রেখে এসেছ। আমি যে তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না যাদের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা ছিল যে তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আর তোমাদের ধারণা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।' (৯৪ ঃ আনআম)

"وَاِذَا رَأَى الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ فَأَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُوْنَ".

'মুশরিকরা যখন তাদেরকে দেখবে যাদেরকে তারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করেছিল, তখন বলবে, হে আমাদের রব এরাইতো আমাদের শরীক, তোমাকে ছাড়া আমরা যাদেরকে ডাকতাম, তখন ওরা তাদেরকে বলবে তোমরাই মিথ্যাবাদী।' (৮৬ ঃ নাহ্‌ল)

"وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَائِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا".

'(স্মরণ কর সেদিনের কথা) যেদিন তিনি (আল্লাহ) বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু (যাদেরকে আল্লাহর শরীক করা হতো) তারা এ ডাকে সাড়া দেবে না। আমি তাদের মাঝে ধ্বংসের গহ্বর বানিয়ে রেখেছি।' (৫২ ঃ নাহ্‌ল)

## ১০. শিরকের অপরাধে অপরাধীর জন্য ক্ষমা চাওয়া যাবে না

আল্লাহ নিজেকে করুনাময়, দয়ালু, ক্ষমাশীল বলে আখ্যায়িত করছেন। তিনি বান্দাহকে বারবার ক্ষমার আশ্বাসবাণী শোনায়েছেন। এমন কি তিনি অপরাধ করে যে বান্দাহ ক্ষমা চায় তাকে খুব ভালবাসেন। যারা ক্ষমা চায় তাদের তিনি প্রশংসা করেছেন। ইমাম মুসলিম হযরত আবু হোরায়রার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

روى الامام مسلم فى صحيحه عن ابى هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "والذى نفسى بيده لولم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم".

'ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন। যদি তোমরা গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে (পৃথিবী থেকে) সরিয়ে নিয়ে অন্য এমন একটি গোষ্ঠীকে নিয়ে আসতেন যারা গুনাহ করবে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন।' তিনি তাঁর রাসূলকে নিজের জন্য এবং উম্মাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেছেন ঃ

"فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ".

'নিজের গুনাহের জন্য আর মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা চাও।' (১৯ ঃ মুহাম্মদ)

তিনি আরো বলেছেন,

"فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ".

'তাদেরকে ক্ষমা করে দাও আর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।' (১৫৯ ঃ আল ইমরান)

আল্লাহ বান্দাহকে অপরাধ করে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, অপরদিকে অন্য ভাইয়ের অপরাধ মার্জনার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনার জন্য তাকে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু শিরক এমন এক জঘন্য অপরাধ যে, এ অপরাধে অপরাধীর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না। আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন ঃ

"مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيْمَ لأَبِيْهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَه أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ".

'নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে তারা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করবে 'তারা আত্মীয়ইবা হোক না কেন'। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী। আর ইবরাহীম যে তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন তা ছিল পিতার সাথে কৃত একটি প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে, তবে যখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর দুশমন তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। মূলতঃ ইবরাহীম ছিলেন বড় কোমল হৃদয় ও সহনশীল।' (১১৩-১১৪ ঃ তাওবা)

উল্লিখিত আয়াত দুটি বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি বিষয় দেখতে পাই। (১) আল্লাহ তার রাসূলকে আদেশ করছেন তিনি যেন উম্মাতের জন্য ক্ষমা

প্রার্থনা করেন। অপরদিকে মুমিনদেরকে অন্যের হয়ে অপরাধ মার্জনার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন অথচ তিনি মুশরিকদের জন্য ক্ষমা চাইতে নিষেধ করে দিয়েছেন। নিষেধ করার ভাষাও একটু ভিন্ন ধরনের। বলা হয়েছে, 'নবী এবং মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে তারা মুশরিকদের জন্যে মাগফিরাত কামনা করবে।' এর অর্থ হল মুশরিকদের জন্য ক্ষমা চাওয়া নবী ও তাঁর সত্যিকার অনুসারীদের জন্য মোটেই শোভনীয় নয়।

(২) আত্মীয় স্বজনের কেউ যদি শিরক করে আর এ অবস্থায় সে মারা যায় তার জন্যও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া যাবে না।

(৩) যে শিরক করবে তার পরিণতি খুবই স্পষ্ট। আর তাহল জাহান্নাম।

(৪) কেউ হয়ত বলতে পারে যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। এখানে এ ধারণারও অপনোদন করা হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

"سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ اِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيًّا".

'আমি আমার প্রভুর কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।' (৪৭ ঃ মরিয়ম) হযরত ইবরাহীমের ক্ষমা চাওয়া ছিল এ প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে। কিন্তু পরে যখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে আসলে তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন তখন থেকে তিনি তার জন্য ক্ষমা চাওয়া ছেড়ে দিলেন।

(৫) যে শিরক করে সে আল্লাহর দুশমন। মুমিনদের উচিত এদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

## ৬. প্রশ্ন ঃ শিরক কেন এত ভয়াবহ?

**উত্তর ঃ** উপরে কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরকের দশটি পরিণতি ও পরিণামের উল্লেখ করা হয়েছে। এর একেকটি অপরটির চেয়ে ভয়াবহ। প্রশ্ন হতে পারে শির্ক এত জঘন্য অপরাধ কেন? অন্যান্য কবীরাগুনাহ আর শিরকের মধ্যে পার্থক্য কি?

উপরের আলোচনায় আমাদের সামনে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে, শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণার বিষয়। অন্যান্য গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু শিরকের অপরাধ তিনি ক্ষমা করবেন না। এর মূল কারণ হল, শিরক হচ্ছে মূলত আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদারিত্বের আকীদা পোষণ করা। শিরকের মাধ্যমে আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করা হয়। এ কারণেই শিরক জঘন্যতম অপরাধ।

অন্যান্য কবিরা গুনাহে আল্লাহর একক প্রভুত্বও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয় না। সেখানে হয় আদেশ লংঘন। এ ধরনের একজন অপরাধী শয়তানের প্ররোচনায় ও নাফসের তাড়নায় আল্লাহর কোন আদেশ নিষেধকে যখন লংঘন করে তখনো সে আল্লাহর নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের বিশ্বাস পোষণ করতে পারে। কিন্তু যে শিরক করে সে কখনো নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী হতে পারে না। যদি তাই হতো তাহলে সে শিরক করতে পারত না। শিরক ও অন্যান্য গুনাহের মধ্যে এটাই মৌলিক পার্থক্য। আরেকটি পার্থক্য হল অপরাপর কবিরা গুনাহে গুনাহ্গারের মনে অপরাধবোধ থাকে। এ অপরাধবোধ একসময় তাকে অনুতপ্ত করে তোলে, ফলে সে তাওবা করে। সকল ধরনের কবিরাগুনাহের ক্ষেত্রেই এ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শিরকের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা নেই। যে শিরক করে তার মধ্যে তো অপরাধ বোধ সৃষ্টি হওয়ার কোন সুযোগ নেই। সে তো তা করে থাকে নেক বোধ (!) নিয়ে। তার বিশ্বাস সে যা করছে তাতে তার দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ হবে। সে যা করছে তা যে অপরাধ, এ বোধ তার মধ্যে কখনো সৃষ্টি হয় না। যে মদপান করে সে জানে যে সে মদ পান করে। যে ব্যাভিচার করে সে জানে সে ব্যাভিচার করে। যে মিথ্যা বলে সে জানে যে সে মিথ্যা বলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে শিরক করছে, সে জানে না যে সে শিরক করছে। ফলে তার মধ্যে কখনো পাপবোধ সৃষ্টি হয় না। কখনো সে মনে করে না যে সে এমন একটি কাজ করে যাচ্ছে যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট। তার ধারণা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই সে কখনো তাওবা করার সুযোগ পায় না। আর এ অবস্থায় তার জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

## ৭. প্রশ্ন ঃ শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ শির্ক ও কুফরের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। 'কুফর' হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকার করা। আর 'শির্ক' হচ্ছে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্বের আকীদা পোষণ করা বা অংশীদার বানানো। 'শির্ক'ও প্রকারণন্তরে 'কুফর'। ইতোপূর্বে কুরআন মজীদের বেশ কয়েকটি আয়াত পেশ করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের লোকেরা আল্লাহর অস্তিত্বকে তো অস্বীকার করতই না বরং আল্লাহকে তারা সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রিয্‌কাদাতা জীবন-মৃত্যুর মালিক হিসেবে বিশ্বাস করত। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে আমরা আরো জেনেছি যে, তারা বিপদ ও সঙ্কটে পতিত হলে আল্লাহকেই ডাকতো এবং শুধুমাত্র তাঁর কাছেই ধরনা দিত।

নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো ঃ

"وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ."

'মানুষকে যখন কোন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন তাদের রবের দিকে ঝুঁকে পড়ে শুধু তাঁকেই ডাকে। অত:পর যখন তিনি তাঁর করুণা আস্বাদন করান তখন তাদের একটি দল তাদের রবের সাথে শিরক করে।' (৩৩ ঃ রূম)

"فَاِذَا مَسَّ الاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّه مُنِيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَه نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوْا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ أَنْدَادًا."

'মানুষকে যখন দুঃখ দুর্দশা স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার রবকে ডাকে। পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে ভুলে যায় সে ইতিপূর্বে যার জন্য সে ডেকেছিল তাকে এবং আল্লাহর সাথে শরীকসমূহ বানায়।' (৮ ঃ যুমার)

"وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الاِنْسَانُ كَفُوْرًا."

'সমুদ্রে যখন তোমাদরেকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাদেরকে তোমরা ডাক তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়। অত:পর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে নিয়ে আসেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।' (৬৭ ঃ ইসরাইল)

কুরআন মজীদে এ ধরনের আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেমন ১২ : ইউনুস, ৬৫ ঃ আনকাবূত, ৩২ ঃ লুকমান, ৪৯ ঃ যুমার।

আল্লাহকে স্বীকার করা ও বিপদে পড়লে শুধুমাত্র আল্লাহকে ডাকা ও তার কাছে ধরনা দেয়া সত্ত্বেও কুরআন মজীদ তাদেরকে কাফের হিসেবে অভিহিত করেছে।

কুরআন মজীদ যাদেরকে কাফের বলেছে, তাদেরকেই আবার মুশরিক বলেছে। এ ধরনের কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

"وَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَّبِّكُمْ."

'আহলি কিতাব ও মুশরিক কাফেররা পছন্দ করে না যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।' (১০৫ ঃ বাকারা)

"اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أُولاَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ."

'আহলি কিতাব ও মুশরিক কাফেররা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।' (৬ ঃ বাইয়্যেনাহ)

"وَلاَتَنْكِحُوْا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَتَنْكِحُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ."

'তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা উত্তম যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভাল লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরিক (পুরুষ)কে বিবাহ করো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে।

একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল যদিও তাদেরকে তোমাদের ভাল লাগে।' (২২১ ঃ বাকারা)

এ আয়াতে মুশরিক নারীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে 'যতক্ষণ না ঈমান আনে', অনুরূপ মুশরিক পুরুষের ব্যাপারে বলা হয়েছে 'যতক্ষণ না ঈমান আনে', তাহলে বুঝা গেল মুশরিক নারী বা পুরুষ কাফের। আয়াতে মুশরিক নারীর বিপরীতে মুমিন ক্রীতদাসী এবং মুশরিক পুরুষের বিপরীতে মুমিন ক্রীতদাসের কথা বলা হয়েছে, এ থেকে স্পষ্ট হলো যে মুশরিক আর কাফির সমার্থক শব্দ।

"وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ."

'তোমরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর সমবেতভাবে যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে সমবেতভাবে, আর জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।' (৩৬ ঃ তাওবা)

"يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ".

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়। আর জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।' (১২৩ ঃ তাওবা)

একই সূরার উল্লিখিত দু'টি আয়াতের প্রথমটিতে মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর দ্বিতীয় আয়াতে তাদেরকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উভয় আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'আর জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।' আয়াত দু'টির বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে যারা মুশরিক তারাই কাফের আর যারা কাফের তারাই মুশরিক।

কুরআন মজীদ একই আয়াত কুফর ও শিরকের উল্লেখ করা হয়েছে কাফেরদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তারা এজন্য কাফের যে তাদের মধ্যে

'শিরক' আছে আর মুশরিকদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তারা এজন্য মুশরিক যে তাদের মধ্যে 'কুফর' আছে।

"وَسَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوْا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِيْنَ."

'শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দেব কারণ তারা আল্লাহর সাথে 'শিরক' করে। যে বিষয়ে কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করা হয়নি আর ওদের ঠিকানা হলো (জাহান্নামের) আগুন। জালিমদের ঠিকানা খুবই নিকৃষ্ট।' (১৫১ ঃ আল ইমরান)

"مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِهُمْ خَالِدُوْنَ."

'মুশরিকরা এ যোগ্যতা রাখে না যে, তারা আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরি'র স্বীকৃতি দিচ্ছে এদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং এরা (জাহান্নামের) আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।' (১৭ ঃ তাওবা)

উল্লিখিত আয়াত দু'টির প্রথমটিতে কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেয়া এবং পরকালে তাদের আবাস জাহান্নামের আগুনে হওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে 'শিরক'কে। অপর দিকে দ্বিতীয় আয়াতটিতে মসজিদ আবাদের জন্য মুশরিকদের অযোগ্যতা, তাদের আমল বরবাদ হয়ে যাওয়া এবং পরকালে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে 'কুফর'কে।

উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে কুফর ও শিরক এবং কাফির ও মুশরিকের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

# مكتبة المؤلف

التوحيد والشرك

صفات عباد الرحمن

في مرآة الكتاب و السنة

شعاع القرآن الكريم

صلاة المؤمن في ضوء الكتاب و السنة

(تحت الطباعة)

ترجمة كتاب "وجوب تحكيم شرع الله"

لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله

# بطاقة المؤلف

## أبو نعيم محمد رشيد أحمد

**المتخرج** في كلية الدعوة وأصول الدين
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الحاصل على الماجستير من جامعة داكا
**الرئيس التنفيذي** لرابطة خريجي الجامعات
السعودية في بنغلاديش
**رئيس التحرير لمجلة "صوت الحرمين"**
الشهرية (مجلة إسلامية دعوية)
**رئيس** مجمع اللغة العربية، بنغلاديش
**محاضر** في البرنامج الإسلامي بقناة إي تي إن
و إن تي في التلفزيونية
**أستاذ مشارك** في قسم الدراسات الإسلامية
بجامعة بنغلاديش الإسلامية
**أمين** هيئة الرقابة الشرعية لسوشال
إنويستمنت بنك (بنك الاستثمار الاجتماعي)

**يوزع مجانا ولا يباع**